বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গবেষণা উইং
গাজীপুর-১৭০১

কৃষিই সমৃদ্ধি
Fax No.: 0088-02-49270027
Office Ph: 0088-02 -49270001
PABX: 02-49270041-8
Email: dir.res@bari.gov.bd
Web: www.bari.gov.bd

স্মারক নং- ১২.২১.০০০০.০০৩.০৫.০০১.২১. ২০৭৫ তারিখঃ ০৫/০৪/২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খসড়া এপিএ দাখিল প্রসঙ্গে

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ তারিখ: ৩০/০৩/২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ (কপি সংযুক্ত) মোতাবেক দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া ৩০/০৪/২০২৩ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী আপনার উইং/কেন্দ্র/বিভাগ/আরএআরএস/এআরএস/এইচআরএস/প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়নপূর্বক চুক্তির খসড়া আগামী ১৩/০৪/২০২৩ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে হার্ডকপি ও ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি (dir.res@bari.gov.bd ই-মেইলে) আবশ্যিকভাবে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অধিকন্তু বিভিন্ন ফসল গবেষণা কেন্দ্রের আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্র এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগ এর অধিনস্ত অফিসসমূহের উক্ত খসড়া চুক্তি সংশ্লিষ্ট পরিচালক/মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দপ্তরে আগামী ১১/০৪/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

সকলের সহযোগিতা কাম্য।

০৫/৪/২৩

(ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ)
পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব)
এবং
এপিএ বাস্তবায়ন টিম লিডার
বিএআরআই, গাজীপুর।

সংযুক্তিঃ ১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪।
২। ছক - ১ ও ২।

<u>সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :</u>

মহাপরিচালক এর সাথে স্বাক্ষরিত উইং/কেন্দ্র এর পরিচালকগণের চুক্তি:

১. পরিচালক, গবেষণা উইং, বারি, গাজীপুর
২. পরিচালক, সেবা ও সরবরাহ উইং, বারি, গাজীপুর
৩. পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বারি, গাজীপুর
৪. পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, বারি, গাজীপুর
৫. পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর
৬. পরিচালক, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, , বারি, গাজীপুর
৭. পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর
৮. পরিচালক, ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঈশ্বরদী, পাবনা

মহাপরিচালক এর সাথে স্বাক্ষরিত প্রকল্প পরিচালকগণের চুক্তি:

১. প্রকল্প পরিচালক, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অংগ), আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর, বরিশাল।
২. প্রকল্প পরিচালক, গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ- প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ।
৩. কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বারি অংগ), বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।

F:\Office Letter-uni\NFile-271.NEW.docx

৪. প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা।
৫. প্রকল্প পরিচালক, কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা প্রকল্প, এফএমপিই বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।
৬. প্রকল্প পরিচালক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর।
৭. প্রকল্প পরিচালক, ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।
৮. প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক, কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (বারি অংগ), পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটি।
৯. প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুর।

মহাপরিচালক এর সাথে স্বাক্ষরিত কর্মসূচি পরিচালকগণের চুক্তি:

১. কর্মসূচি পরিচালক, বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর অভিযোজন পরীক্ষা, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কমিউনিটি বেসড পাইলট প্রোডাকশান প্রোগ্রাম, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর।
২. কর্মসূচি পরিচালক, রোপা আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে চাষ যোগ্য কেনোলা জাতীয় সরিষার জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি, আরএআরএস, জামালপুর।
৩. কর্মসূচি পরিচালক, কচু ফসলের জিন পুল সমৃদ্ধ, গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নত জাত বিস্তারের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ কর্মসূচি, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর।

পরিচালক (গবেষণা) এর সাথে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগ/আরএআরআস/এআরএস/এইচআরএস এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের চুক্তি:

১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া।
২. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ কৌলি সম্পদ কেন্দ্র।
৩. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ।
৪. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, জীব প্রযুক্তি বিভাগ।
৫. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ।
৬. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ।
৭. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ।
৮. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ।
৯. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ।
১০. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ।
১১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, খামার বিভাগ।
১২. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা।
১৩. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এএসআইসিটি বিভাগ।
১৪. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট বিভাগ।
১৫. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ।
১৬. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ।
১৭. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এফএমপিই বিভাগ।
১৮. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী বিভাগ।
১৯. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, জামালপুর।
২০. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, যশোর।
২১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, মৌলভীবাজার।
২২. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, রহমতপুর, বরিশাল।
২৩. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৪. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, বুড়িরহাট, রংপুর।
২৫. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।
২৬. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
২৭. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আরএআরএস, কুমিল্লা।
২৮. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঠাকুরগাঁও।
২৯. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৩০. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, কল্যানপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

চলমান পাতা-২/৩

৩১. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রাইখালী, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা।
৩২. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র,বারি, রাজবাড়ী, দিনাজপুর।
৩৩. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা।

পরিচালক, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর এর সাথে স্বাক্ষরিত আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধানগণের চুক্তি:

১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, শিবপুর, নরসিংদী।
৩. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি, লেবুখালী, পটুয়াখালী।
৪. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জৈন্তাপুর, সিলেট।
৫. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, বিনোদপুর, রাজশাহী।

পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর এর সাথে স্বাক্ষরিত আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধানগণের চুক্তি:

১. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, সেউজগাড়ী, বগুড়া।
২. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, মুন্সিগঞ্জ।

পরিচালক, ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ইশ্বরদী, পাবনা এর সাথে স্বাক্ষরিত আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধানগণের চুক্তি:

১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, মাদারীপুর।
২. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর সাথে স্বাক্ষরিত আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রধানগণের চুক্তি:

১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর।
২. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, ফরিদপুর।
৩. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বারি, মাগুরা।
৪. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মসলা গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি, লালমনিরহাট।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমনি গবেষণা বিভাগ, বারি, গাজীপুর এর সাথে স্বাক্ষরিত বহিঃবিভাগীয় প্রধানগণের চুক্তি:

১. মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, নোয়াখালী।
২. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, টাঙ্গাইল।
৩. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, শিবপুর, নরসিংদী।
৪. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, ময়মনসিংহ।
৫. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, পাবনা।
৬. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, বগুড়া।
৭. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী।
৮. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, রংপুর।
৯. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, ফরিদপুর।
১০. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, সিলেট।
১১. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, দৌলতপুর, খুলনা।
১২. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, পটুয়াখালী।
১৩. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, শাসনগাছা, কুমিল্লা।
১৪. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, শেরপুর।
১৫. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, গাইবান্ধা।
১৬. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, মানিকগঞ্জ।
১৭. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, শ্যামপুররাজশাহী ,।
১৮. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, কিশোরগঞ্জ।
১৯. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, কুষ্টিয়া।
২০. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, বান্দরবান পার্বত্যজেলা।
২১. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, ভোলা।
২২. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, গোপালগঞ্জ।
২৩. উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, কক্সবাজার।

অনুলিপিঃ

১. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএআরআই, গাজীপুর।
২. সংশ্লিষ্ট নথি।

04/8/23

ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ
পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ভূমিকা

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ'র প্রবর্তন করা হয়। একটি সরকারি অফিস তার কার্যতালিকা, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলকে বিবেচনায় রেখে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টি উক্ত অফিস এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিস অর্থবছর জুড়ে পরিবীক্ষণ করে এবং অর্থবছর শেষে এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনা করে উর্ধ্বতন অফিস আওতাধীন অফিসের সামগ্রিক 'পারফরম্যান্স'-এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার এ পদ্ধতিটি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ প্রায় ২৬,০০০ অফিস এপিএ বাস্তবায়ন করছে।

এপিএতে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনাসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগের অন্যান্য নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের আলোকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, এপিএতে সুশাসন সংশ্লিষ্ট পাঁচটি কর্মপরিকল্পনা, যেমন শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছে।

এপিএ'র কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অর্থবছর শুরুর পূর্বেই 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা' প্রকাশ করে থাকে। আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার ও অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী নিজ নিজ অফিসের এপিএ'র Performance Target বা কর্মকৃতি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংযুক্ত করে এবারের 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪' প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্দেশিকাতে এপিএ প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলির পাশাপাশি বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া এবং এপিএ ক্যালেন্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবারের নির্দেশিকাটি মোট ৩টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে মন্ত্রণালয়/বিভাগের, দ্বিতীয় অংশে দপ্তর/সংস্থার এবং তৃতীয় অংশে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'র আওতাভুক্ত সকল সরকারি অফিসের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	১ম অংশ- মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য	
১.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি	৬
১.২	মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম গঠন	১২
১.৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগে এপিএ এক্সপার্ট পুল গঠন	১৩
১.৪	মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ ক্যালেন্ডার	১৪
১.৫	মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ ব্যবস্থাপনা	১৪
১.৬	এপিএ’র সরলীকৃত কাঠামো	১৬
	পরিশিষ্ট কঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ কাঠামো	১৭
	পরিশিষ্ট খঃ এপিএ’র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া	৩১
	পরিশিষ্ট গঃ এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক	৩৭
	পরিশিষ্ট ঘঃ এপিএ প্রমাণক নির্দেশিকা	৩৮
	পরিশিষ্ট ঙঃ এপিএ’র সরলীকৃত কাঠামো	৪৫

দ্বিতীয় অংশ

দপ্তর/সংস্থার এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	২য় অংশ- দপ্তর/সংস্থা জন্য	
২.১	দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি	৫৬
২.২	দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিম গঠন	৬১
২.৩	দপ্তর/সংস্থার এপিএ ক্যালেন্ডার	৬২
২.৪	দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন অফিসের এপিএ ব্যবস্থাপনা	৬৩
	পরিশিষ্ট কঃ দপ্তর/সংস্থার এপিএ কাঠামো	৬৫
	পরিশিষ্ট খঃ এপিএ’র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া	৭৭
	পরিশিষ্ট গঃ এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক	৮৩
	পরিশিষ্ট ঘঃ এপিএ প্রমাণক নির্দেশিকা	৮৪

তৃতীয় অংশ

মাঠ পর্যায়ের (বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা) অফিসসমূহের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	৩য় অংশ- মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য	
৩.১	মাঠ পর্যায়ের অফিসে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(এপিএ) প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি	৯০
৩.২	মাঠ পর্যায়ের অফিসে এপিএ টিম গঠন	৯৫
৩.৩	মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ ক্যালেন্ডার	৯৬
৩.৪	মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ ব্যবস্থাপনা	৯৬
	পরিশিষ্ট কঃ মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ কাঠামো	৯৯
	পরিশিষ্ট খঃ এপিএ’র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া	১১২
	পরিশিষ্ট গঃ এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক	১১৭
	পরিশিষ্ট ঘঃ এপিএ প্রমাণক নির্দেশিকা	১১৮

প্রথম অংশ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

১.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি

ক) এপিএ'র কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. এপিএ'র প্রতিটি কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক যথাসম্ভব ফলাফলধর্মী হতে হবে এবং কোনো না কোনো নীতি/পরিকল্পনার আলোকে গ্রহণ করতে হবে;

২. **এপিএ-তে চ্যালেঞ্জিং, উদ্ভাবনমুখী, নাগরিক-সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিটি কার্যক্রম/সূচকের গুণগত মান বিবেচনায় চূড়ান্ত মূল্যায়নে নম্বর প্রদান করা হবে; এই নির্দেশিকার মূল্যায়ন অংশে [অনুচ্ছেদ ছ(১), পৃষ্ঠা-১১] এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে;**

৩. **চলমান বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি এপিএ-তে পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন গুরুত্বপূর্ণ নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে;**

৪. **মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শূন্যপদ পূরণে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;**

৫. Allocation of business অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে এপিএ-তে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা/নীতি/কৌশলে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে উল্লেখ থাকতে হবে। এরূপ পরিকল্পনা/নীতি/কৌশলের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

খ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

ঘ) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)

৬. নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতি/আইন/ কৌশল/পরিকল্পনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতি/আইন/কৌশল/পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট অংশে (উদাহরণ: Mujib Climate Prosperity Plan, National Social Security Strategy ইত্যাদি) নির্ধারিত কার্যক্রমের আলোকে নিজ এপিএ'র কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোনো দলিল/কৌশলপত্র (যেমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০) বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে সংশ্লিষ্ট দলিল/কৌশলপত্র অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এমন কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৮. মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রতিফলন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৯. **বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;**

১০. গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১১. কার্যক্রম নির্ধারণে বিগত বছরগুলির ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব বজায় রাখতে হবে;

১২. প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে একটি প্রধান কার্যক্রম মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৩. যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় কোন দপ্তর/সংস্থা নেই, সে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের স্ব স্ব অংশীজনদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে; (উদাহরণঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত সেবা);

১৪. দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৫. বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের কার্যক্রম অনলাইনে পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে এবং তা মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে পরিবীক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে;

১৬. মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সক্ষমতা উন্নয়নসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন এপিএ-তে থাকবে;

১৭. মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাধ্যমে প্রদত্ত নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবামূলক কার্যক্রম সামষ্টিক আকারে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৮. এপিএ প্রণয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করবে এবং রুটিনধর্মী ও ক্ষুদ্র কাজসমূহের উল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করবে;

১৯. যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্য এক/একাধিক সরকারি অফিসের উপর নির্ভর করতে হয় সেসকল কার্যক্রম এপিএ-তে উল্লেখের পূর্বে সেসকল সরকারি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাপ্ত সহযোগিতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে;

২০. এপিএ-তে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং সর্বোচ্চ ৫০ টি (পঞ্চাশ) কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা যাবে; তবে সূচকের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত রেখে শুধুমাত্র ফলাফলধর্মী (Performance-based) কার্যক্রম উল্লেখ করাই বাঞ্চনীয়; এবং

২১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে একটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ২৫ এর মধ্যে রাখতে হবে।

খ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. এপিএতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে হবে; চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে;

২. একটি কার্যক্রম বা লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং কিনা তা কাজের ব্যাপকতা, কর্মসম্পাদনে প্রতিকূলতা, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ তথা সামগ্রিক প্রয়াস ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা হবে;

৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অর্থবছরের শুরুতেই এপিএ-তে উল্লেখিত কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং তার যৌক্তিকতাসহ বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৪. এপিএ-তে উল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা দলিলে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; এক্ষেত্রে আলোচ্য অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেটের ভিত্তিতে সামঞ্জস্যতা নির্ধারণ করতে হবে;

৫. **এপিএ'র খসড়া প্রণয়নের সময়েই প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দের সংযোগ স্থাপন করে নিতে হবে;**

৬. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং এডিপি-তে বরাদ্দকৃত বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে;

৭. যে সকল কার্যক্রমের সাথে বাজেট/প্রকল্পের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা নেই, সে সকল কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত থাকতে হবে; যেমন কোনো আইন/বিধি/পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে;

৮. এপিএ'তে উল্লিখিত সেবাধর্মী কার্যক্রমে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেনস চার্টারে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করতে হবে;

৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন/পরিবীক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত থাকতে হবে; এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের আলোকে কতটি পরিদর্শন হবে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে;

১০. একই কার্যক্রমের পূর্ববর্তী বছরসমূহের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে নতুন অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; এক্ষেত্রে সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে যথাসম্ভব উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে হবে; এবং

১১. কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস ব্যতীত বিগত অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা যাবে না।

গ) এপিএ প্রণয়নে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ'র কাঠামোগত বিষয়সমূহে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি;

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ'র কাঠামো এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- ক (পৃষ্ঠা নং ১৭)** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

৩. এপিএ'র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- খ (পৃষ্ঠা নং ৩১)** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত অংশে বর্ণিত নিয়মাবলির আলোকে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

৪. 'মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো'তে প্রদত্ত অভিলক্ষ্য ও মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যের সঙ্গে এপিএ-তে প্রদত্ত তথ্যের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে;

৫. **প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় কমপক্ষে একটি করে ফলাফল/প্রভাব (Outcome Indicator) সেকশন ২-এর ১ম কলামে উল্লেখ করতে হবে;**

৬. সেকশন ২-এ ফলাফল/প্রভাব সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধভাবে লিখতে হবে;

৭. **সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ০৫টি কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে প্রকাশ করা হবে;**

৮. **আওতাধীন যে সকল অফিস এখনো এপিএ স্বাক্ষর করে না, তাদেরকে এপিএ'র আওতায় নিয়ে আসতে হবে; প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার আওতাধীন সর্বশেষ পর্যায়ের অফিস/Last Service Point- এ (উদাহরণস্বরূপঃ উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিস) এপিএ স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং**

৯. এপিএ স্বাক্ষরকারী সকল অফিসকে এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) এপিএ চূড়ান্তকরণ ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রণীত এপিএ নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিমের সদস্যগণ এপিএ'র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করবে। খসড়া প্রস্তুতের সময় আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখার কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে;

২. **প্রাথমিক খসড়া এপিএ প্রস্তুত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল অনুবিভাগ প্রধান, সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান ও এপিএ টিমের সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চূড়ান্ত করতে হবে। এরূপ কর্মশালায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতির বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। উক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএতে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহের মধ্য কোন কার্যক্রমসমূহ দপ্তর/সংস্থাসমূহের এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত হবে সেটিও চিহ্নিত করতে হবে;**

৩. কর্মশালায় চূড়ান্তকৃত খসড়াটি বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করতে হবে এবং অনুমোদিত হতে হবে;

৪. খসড়াটিতে সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন গ্রহণ করে এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৫. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ খসড়াটি পর্যালোচনা করে ফিডব্যাক/মতামত প্রদান করবে;

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাক/মতামত অনুযায়ী খসড়া এপিএ সংশোধন করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম চূড়ান্ত খসড়াটি BMC এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করবে;

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা আছে। আপলোডকৃত কর্মপরিকল্পনাসমূহের মধ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ডাউনলোড ও সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করে এপিএএমএস সফটওয়্যারে পুনরায় আপলোড করতে হবে;

৮. চূড়ান্ত এপিএ ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে;

৯. চূড়ান্ত এপিএ'র (কর্মপরিকল্পনাসহ) মোট তিন সেট কপি (রঙিন প্রিন্ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এর মধ্যে এক সেট এপিএ'র প্রতিটি পাতায় এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর থাকবে;

১০. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং স্বাক্ষরিত এপিএ'র একটি কপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে; এবং

১১. এপিএ স্বাক্ষরের তারিখ হতে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের এপিএ সেবা বক্সে স্বাক্ষরিত এপিএ আপলোড করবে।

ঙ) এপিএ সংশোধন সংক্রান্ত

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিতে উল্লেখিত কোনো কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট উপযুক্ত যৌক্তিকতা উল্লেখসহ সংশোধনের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট- গ (পৃষ্ঠা নং ৩৭)** মোতাবেক হার্ড কপিতে প্রেরণ করবে;

২. এপিএ ক্যালেন্ডারে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে। সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনো সংশোধন প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না;

৩. এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সকল কর্মসম্পাদন সূচকের (আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য/সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত) সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত সূচকের পরিবর্তনের প্রস্তাব যৌক্তিক ক্ষেত্রে প্রেরণ করা যাবে;

৪. **করণিক ভুল, গণনাপদ্ধতিজনিত ভুল সংশোধনের প্রস্তাব নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগের আওতামুক্ত থাকবে;**

৫. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরী কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিবেচনায় এপিএ সংশোধনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এপিএএমএস সফটওয়্যারে অনুমোদিত প্রস্তাব সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে; এবং

৬. **কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ’র কোনো সূচকের অর্জন বাধাগ্রস্থ হলে তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এপিএ সংশোধন বিষয়ে পৃথক নির্দেশনা জারি করতে পারবে।**

চ) এপিএ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত

১. **মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সারা বছরব্যাপী নিজ অফিসের কার্যক্রম এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করতে হবে;**

২. এপিএ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের সাথে সাথে সারা বছরব্যাপী প্রমাণক সংগ্রহ ও যাচাই এবং প্রমাণক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ বিশেষ গুরুত্বারোপ করবেন;

৩. প্রতিটি ত্রৈমাসিক শেষে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম এপিএ বাস্তবায়ন ও অর্জন বিষয়ে আলোচনা করবে ও প্রমাণক যাচাই করবে;

৪. এপিএ’র প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন নিশ্চিত ও প্রমাণক যাচাই শেষে এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ এপিএএমএস সফটওয়্যারে ত্রৈমাসিকের (মধ্য-অক্টোবর, মধ্য-জানুয়ারি, মধ্য-এপ্রিল) অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবে;

৫. এপিএএমএস সফটওয়্যারে ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মন্তব্য কলামে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৬. প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন গ্রহণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ অর্থবছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি/ফলাফলের একটি অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেরণ করবে;

৮.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) আওতাধীন অফিসের এপিএ’র অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান করবে; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাক অনুসরণ করে এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৯.	যে সকল কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি কম বা অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হবে, সে সকল সূচকের শতভাগ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এপিএ টিম উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ছ) এপিএ মূল্যায়ন সংক্রান্ত

১.	২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে এপিএ’র মূল্যায়নে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করলেই পূর্ণনম্বর পাওয়া যাবে না; বরং কার্যক্রমটি কতটা গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তাও বিবেচনায় নেয়া হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ কার্যক্রমের গুণগতমান নির্ধারণে নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

ক) কাজটি মানসম্মতভাবে সম্পাদন করা হয়েছে; কাজের গুণগত মানের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যালোচনা এবং সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও কারিগরি কমিটির পর্যালোচনা, এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাঠ প্রশাসন হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বা অন্য কোনো সরকারি সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য/অভিমত;

খ) চ্যালেঞ্জিং, উদ্ভাবনমুখী, নাগরিকসেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে;

গ) ‘সফট টার্গেট’ বা সহজ লক্ষ্যমাত্রা পরিহার করা হয়েছে; এবং

ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত স্বমূল্যায়নে প্রমাণক বিষয়ক নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে;

২.	কোন কার্যক্রম বা সূচকের অর্জনের (আংশিক বা পূর্ণ) গুণগতমান যাচাইয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অর্থবছরের যে কোন সময় তথ্য উপাত্ত চাইতে পারবে এবং প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শন কিংবা মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গুণগতমান যাচাই করতে পারবে; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে;

**৩.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে; চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্তভাবে গ্রেডসমূহ নির্ধারণ করা হবে;**

চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড
৯৫% এবং তদুর্ধ্ব	এ
৯০%-৯৪%	বি
৮০%-৮৯%	সি
৭০%-৭৯%	ডি
৭০% এর নিম্নে	ই

৪. এপিএ মূল্যায়নের অন্যান্য নির্দেশনাসহ প্রমাণক নির্দেশিকা **পরিশিষ্ট- ঘ (পৃষ্ঠা নং ৩৮)**-এ প্রদান করা হয়েছে; উক্ত নির্দেশনার আলোকে স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে;

৫. প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

৬. কোনো সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করা না হলে সূচকটিতে অর্জন নেই মর্মে বিবেচিত হবে;

৭. সকল প্রমাণকে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে; স্বাক্ষরবিহীন প্রমাণক বিবেচনা করা হবে না;

৮. যে সমস্ত সূচকের প্রমাণকের সংখ্যা/পরিমাণ অনেক বেশি সে সমস্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটা সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

৯. দাবীকৃত অর্জনের সঙ্গে প্রমাণক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

১০. বছরশেষে সমস্ত সূচকের অর্জনকে প্রত্যয়ন করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজন করতে হবে। ঐ সভার কার্যবিবরণীটি আলাদাভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ কার্যবিবরণীটি কোনো নির্দিষ্ট সূচকের প্রমাণক হিসাবে বিবেচিত হবে না;

১১. সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহের (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) প্রমাণক এপিএ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তৈরি করতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে;

১২. প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে/সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনে যেকোনো সূচকের বিস্তারিত প্রমাণক চাইতে পারবে;

১৩. প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে বা ক্লাউড ড্রাইভে (উদাহরণস্বরূপ গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ ইত্যাদি) আপলোড করে তার লিংক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করা যাবে; এবং

১৪. বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের সময় একটি সূচকের পুরো বছরের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক একত্রে (ষান্মাসিক বা অন্য ত্রৈমাসিকে দাখিল করা হলেও) দাখিল করতে হবে।

১.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিম গঠন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে একটি এপিএ টিম থাকবে। **এপিএ টিমে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য-সচিব, সকল অনুবিভাগের ন্যূনতম একজন করে প্রতিনিধি, আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার ন্যূনতম একজন করে প্রতিনিধি ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ থাকবে। এছাড়াও, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও এপিএ টিমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এপিএ টিমের সদস্যদের মধ্যে একজন টিম লিডার (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) ও একজন ফোকাল পয়েন্ট (উপসচিব পদমর্যাদার) হবেন। এপিএ টিম লিডার হিসাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে নিযুক্ত**

করতে হবে যিনি এপিএ টিমের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবেন, এপিএ টিমের সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এবং এপিএ'র অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবকে অবহিত রাখবেন। এপিএ টিম অর্থবছরের প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবেন, এপিএএমএস সফ্‌টওয়্যারের পাসওয়ার্ড ও ইউজার আইডি সংরক্ষণ করবেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১.২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিমের দায়িত্ব

- খসড়া এপিএ প্রণয়ন করা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা;
- প্রতি দুই মাসে একবার এপিএ'র অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের এপিএ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;
- এপিএ'র সংশোধন (যদি থাকে) প্রস্তাব নির্ধারিত ফরম্যাটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট প্রেরণ;
- প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ;
- অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির প্রমাণক সংরক্ষণ;
- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রমাণকের যথার্থতা যাচাই ও সংরক্ষণ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের অনুমোদন গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;
- এপিএএমএস সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- আওতাধীন অফিসের (যদি থাকে) এপিএ চূড়ান্ত করা, এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন, অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা;
- এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা; এবং
- এপিএ ক্যালেন্ডার ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কাজ সম্পাদন।

১.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগে এপিএ এক্সপার্ট পুল গঠন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ যথাযথভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ অবসরপ্রাপ্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব/সংস্থা প্রধানদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ তিন সদস্যের এপিএ এক্সপার্ট পুল গঠন করতে পারবে। এক্সপার্ট পুল এর সদস্যগণ মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়ে সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান করবেন;

ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ প্রণয়নে;
খ) এপিএ'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে;
গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ'র মানোন্নয়নে; এবং
ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে এপিএ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে।

১.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ ক্যালেন্ডার

১. এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর	
কার্যক্রম	**সময়সীমা**
খসড়া এপিএ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	৩০ এপ্রিল
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত এপিএ BMC এবং মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	৩০ মে
মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	জুলাই মাসের ১ম বা ২য় সপ্তাহ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত হবে)
এপিএ সংশোধন	
মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যৌক্তিকতাসহ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ	৩০ সেপ্টেম্বর
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এপিএ সংশোধন (প্রাপ্ত প্রস্তাব অনুযায়ী)	৩০ অক্টোবর
এপিএ পরিবীক্ষণ	
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫ অক্টোবর, ১৫ জানুয়ারি, ১৫ এপ্রিল
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফিডব্যাক প্রদান	৩০ জানুয়ারি
এপিএ মূল্যায়ন	
স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫ জুলাই
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশ	৩০ সেপ্টেম্বর

১.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ ব্যবস্থাপনা

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ যথাযথভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৩-২৪' আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করবে;

২. দপ্তর/সংস্থার এপিএ'তে সংস্কারমূলক, জনসেবার মান উন্নয়নমূলক, চ্যালেঞ্জিং ও মানসম্পন্ন কার্যক্রম, সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিশ্চিত করবে;

৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দপ্তর/সংস্থাসমূহ যেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি/পরিকল্পনা, মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রণীত নীতি/আইন/ কৌশল/পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প দলিলের আলোকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খসড়া এপিএ প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৪. দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া এপিএ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ফিডব্যাক/মতামত প্রদান করবে;

৫. নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন মানসম্পন্ন হচ্ছে কি না তা যাচাই করবে;

৬. মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে দপ্তর/সংস্থা চূড়ান্ত এপিএ দাখিল করলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৭. মন্ত্রণালয়/বিভাগ সারা বছরব্যাপী আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও প্রমাণক ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ করবে;

৮. দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ সংশোধনের প্রয়োজন হলে এই নির্দেশিকায় এপিএ সংশোধন বিষয়ে বর্ণিত নিয়মাবলি ও ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

৯. দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত এপিএ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হলে তা এপিএএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১০. দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে উল্লেখিত কোনো কার্যক্রম অর্জনে বাধাগ্রস্থ হলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার কারণ চিহ্নিতকরণ ও তা উত্তরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে;

১১. দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে কিনা তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিশ্চিত করবে;

১২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান করবে এবং সে অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে;

১৩. দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগ তার আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার এপিএ চূড়ান্ত মূলায়ন করবে; এবং

১৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দপ্তর/সংস্থার এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং এবং সর্বোচ্চ তিনটি দপ্তর/সংস্থাকে এপিএ বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট (আর্থিক নয়) ইত্যাদির মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করবে।

১৫. যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নেই তারা উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজ অফিসে বাস্তবায়ন করবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিম্নে বর্ণিত এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এপিএ কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

১. এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর	
কার্যক্রম	**সময়সীমা**
দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত খসড়া এপিএতে মতামত প্রদান	২০ এপ্রিল
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ স্বাক্ষর	৩০ জুন
এপিএ সংশোধন	
দপ্তর/সংস্থার এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব যাচাই	২০ সেপ্টেম্বর
দপ্তর/সংস্থার এপিএ সংশোধন (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ সংশোধনের পরে)	০২ নভেম্বর
এপিএ পরিবীক্ষণ	
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান	২০ অক্টোবর, ২০ জানুয়ারী, ২০ এপ্রিল
দপ্তর/সংস্থার এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান	৩০ জানুয়ারী
এপিএ মূল্যায়ন	
দপ্তর/সংস্থার এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশ	৩০ আগস্ট

১.৬ এপিএ'র সরলিকৃত কাঠামো

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিস ব্যতীত বিশেষ ধরণের কোনো সরকারি অফিসে (যেমনঃ সরকারি ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ব্যবহারের জন্য এপিএ'র একটি সরলীকৃত কাঠামো এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট-ঙ (পৃষ্ঠা নং ৪৫)**- তে সংযুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন কোনো বিশেষ ধরণের সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকলে, যার কার্যাবলি প্রচলিত এপিএ কাঠামো দিয়ে প্রস্তুত করা দুরূহ, এপিএ প্রণয়নে এই সরলীকৃত কাঠামোটি ব্যবহারের নির্দেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রদান করতে পারবে। সরলীকৃত কাঠামো দিয়ে এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের একটি তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিনিয়র সচিব/সচিব,................................মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/ প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: যেসকল নীতি/পরিকল্পনার আলোকে কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে	
সংযোজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৯: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

প্রস্তাবনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের............ মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুলাই মাসের.........................তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

১.২ অভিলক্ষ্য:

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (allocation of business অনুযায়ী নির্ধারিত, সর্বোচ্চ ৫টি):

১)

২)

৩)

৪)

৫)

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১) সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি: (allocation of business অনুযায়ী)

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

৫

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২৬
							২০২১-২২	২০২২-২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (allocation of business অনুযায়ী)															
[১]															
[২]															
[৩]															
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									
		৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৪									
		৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									

১৪

আমি, সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ, মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব/সচিব, ...মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

--------------------------------------	----------------------------
সিনিয়র সচিব/সচিব	তারিখ
...........................মন্ত্রণালয়/বিভাগ	

--------------------------------------	--------------------------------
মন্ত্রিপরিষদ সচিব	তারিখ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী- ২

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১				
২				
৩				
৪				

সংযোজনী ৩

অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল

সংযোজনী ৪

যেসকল নীতি/পরিকল্পনার আলোকে কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে

ক্রমিক	নীতি/পরিকল্পনার নাম	নীতি/পরিকল্পনার যে অংশের আলোকে এপিএ'র কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে	এপিএ'র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	মন্তব্য
০১	রূপকল্প ২০৪১			
০২	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা			
০৩	বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০			
০৪	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০			
০৫	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন			
০৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন			
...	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব নীতি/ পরিকল্পনা			
...				
...				
...				

পরিশিষ্ট ‘খ’

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র, প্রস্তাবনা এবং নিম্নবর্ণিত সেকশন ও সংযোজনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (অন্যান্য অফিসের জন্য) এবং কার্যাবলি

সেকশন ২: কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

সংযোজনী ৪ : যেসকল নীতি/পরিকল্পনার আলোকে কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে

সংযোজনী ৫: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৮: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৯: তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো **পরিশিষ্ট ক-**তে সংযোজিত আছে। উক্ত কাঠামো অনুসরণ করে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত করবে। এসকল সেকশন ও সংযোজনী পূরণের প্রক্রিয়া নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এই অংশটি সংযোজন করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিগত ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ, এসকল চ্যালেঞ্জ/সমস্যা উত্তরণে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। সার্বিক চিত্র সুনির্দিষ্ট ও তথ্যবহুল কিন্তু যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. প্রস্তাবনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শুরুতে একটি প্রস্তাবনা থাকবে, যাতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জনের বিষয়ে তাদের সম্মত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে।

৩. সেকশন-১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য,কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision)

রূপকল্প মূলত একটি সরকারি অফিসের ভবিষ্যৎ আদর্শ অবস্থা (idealized state) নির্দেশ করে। রূপকল্প সাধারণত ৫-১০ বছর মেয়াদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ফলে অফিসের কাঠামোগত পরিবর্তন বা কাজের ধরন ব্যাপক পরিবর্তন ব্যতীত রূপকল্প বছর বছর পরিবর্তিত হবে না। একটি ভাল রূপকল্প সহজে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য হবে। এটি কল্পনায় ধারণ করার মত সংক্ষিপ্ত ও জোরালো হবে যা গন্তব্য নির্দেশ করবে, কিন্তু এটি গন্তব্যে পৌঁছানোর পথনকশা নয়। রূপকল্প সরকারি কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীবিত করবে, যা একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং চ্যালেঞ্জিংহবে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

একটি সরকারি দপ্তর তার নির্দিষ্ট রূপকল্পটি কী ভাবে অর্জন করবে অভিলক্ষ্য মূলতঃ তাই নির্দেশ করে। অভিলক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে :

একটি দপ্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে,

- কী অর্জন করতে চায়;
- কীভাবে অর্জন করতে চায়; এবং
- কার জন্য অর্জন করতে চায় অর্থাৎ এর সম্ভাব্য উপকারভোগী কারা।

অভিলক্ষ্য অবশ্যই রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)

কৌশলগত উদ্দেশ্য বলতে নির্দিষ্ট সময়ে-স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দপ্তর তার অধিক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন লক্ষ্য (development objectives) অর্জন করতে চায় সেগুলিকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য হতে পারে মা ও শিশুর জন্য উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। কৌশলগত উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে থাকবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে দুই ধরনের কৌশলগত উদ্দেশ্য থাকবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজ নিজ allocation of business অনুযায়ী সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) টি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারবে। সুশাসন/সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ০৫টি কর্মপরিকল্পনা যেমন শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন এপিএ-তে সংযুক্ত থাকবে যা 'আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ' নামে পরিচিত হবে। 'আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ' সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

কার্যাবলি (Functions)

একটি সরকারি অফিসের প্রধান কার্যাবলি এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কার্যবিধিমালা (Rules of Business)-এর তফসিল-১ (Allocation of Business)-এ বর্ণিত কার্যাবলির ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৪. সেকশন-২: কার্যক্রমসমূহের ফলাফল/প্রভাব

প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে কমপক্ষে একটি ফলাফল/প্রভাব সেকশন-২ তে উল্লেখ করতে হবে। সেকশন-২ এ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ সেকশন-৩ এ বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে (সাধারণত ৩-৫ বছর সময়ের মধ্যে) যে সকল ফলাফল (end result or outcome) অর্জন করতে চায় সেগুলি উল্লেখ করবে। এ সকল ফলাফল/প্রভাব ও লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই সরকারের কোনো না কোনো নীতি/পরিকল্পনা/দলিলের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। ফলাফল/প্রভাব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ ও সময়াবদ্ধভাবে লিখতে হবে। রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যের ন্যায় ফলাফল/প্রভাবও বছর বছর পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ* : ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জন করতে হবে। প্রাথমিক ও

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে; যেমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, নবনিয়োগকৃত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পদায়ন ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রম সেকশন ৩ এ লক্ষ্যমাত্রাসহ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমসমূহের ফলাফল/প্রভাব হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জনকে ফলাফল/প্রভাব হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র সেকশন-২ এ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্ম সম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জন	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (১:৩০) অর্জিত	অনুপাত	১:৩৫	১:৩২	১:৩১	১:৩০	১:২৯	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

** এটি একটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার বাস্তব অবস্থা ও সুনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এই ছকে ব্যবহৃত তথ্য পরিবর্তন/সংশোধন করে উদাহরণটি এপিএ-তে ব্যবহার করতে পারে।

৫. সেকশন-৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কলাম-১: কৌশলগত উদ্দেশ্য

সেকশন-১ এ বর্ণিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সেকশন-৩ এর কলাম-১ এ উল্লেখ করতে হবে। কর্মসম্পাদন সর্বমোট ১০০ নম্বরের (weight) ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে। এই ১০০ নম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ৭০ নম্বর এবং 'আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ/সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' এর জন্য ৩০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে।

কলাম-২: কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে, অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন উদ্দেশ্যের মান বেশি হবে এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন উদ্দেশ্যের মান কম হবে। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে মানবণ্টনের ক্ষেত্রে যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে একটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ২৫ এর মধ্যে রাখতে হবে।

কলাম-৩: কার্যক্রম

এপিএ'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ performenceধর্মী কার্যক্রম নির্ধারণ। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যক্রম নির্ধারণে 'Allocation of Business' অনুসরণ করবে। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা/আইন/নীতি/সার্কুলার/প্রকল্পের আলোকে অর্থবছরের প্রদেয় বাজেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। প্রতিটি কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক তথা ফলাফলধর্মী কর্মসংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান করে এরূপ কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিগত অর্থবছরের এপিএ-তে উল্লেখ করা অসমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ পরের অর্থবছরের এপিএ-তে উল্লেখ থাকতে হবে। ক্ষুদ্র বা রুটিনধর্মী কাজ যেমন সভা/মেলা আয়োজন, পত্র জারি, পরিদর্শন ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিহার করে ফলাফলধর্মী কাজ যেমন প্রদত্ত জনসেবার মানোন্নয়ন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প সমাপ্তি, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, নীতি/আইন/পরিকল্পনা ইত্যাদি দলিল প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক/জাতীয় ইভেন্টে অংশগ্রহণের/আয়োজনের ফলে অর্জিত ফলাফল ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

কলাম-৪: কর্মসম্পাদন সূচক

কলাম-৩ এ বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করতে হবে, যা দ্বারা বছর শেষে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করা যাবে। কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কোন রকম দ্বৈততা পরিহার করা সমীচীন হবে।

কলাম-৫: গণনা পদ্ধতি

কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ করার চারটি পদ্ধতি এপিএ-তে উল্লেখ আছে; যথা- সমষ্টি, গড়, তারিখ ও ক্রমপুঞ্জিভূত। এপিএ প্রণয়নকালে কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রযোজ্য গণনা পদ্ধতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হবে। একটি সূচকের সকল ত্রৈমাসিকের অর্জন যে গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে বার্ষিক অর্জনে প্রতিফলিত হবে সেই গণনা পদ্ধতি উক্ত সূচকের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি ব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হল:

সমষ্টি ও গড়: ধরা যাক কোন সরকারি অফিস কর্তৃক চারটি ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা যথাক্রমে ১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ সরকারি অফিস বছরে সর্বমোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে এপিএ'র বার্ষিক অর্জন হিসাবে প্রদর্শন করতে চাইলে গণনা পদ্ধতি 'সমষ্টি' নির্ধারণ করবে। এই পদ্ধতিতে অর্জন হবে ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অপরদিকে ঐ অফিস যদি বার্ষিক অর্জন হিসাবে প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে প্রদর্শন করতে চায় তবে গণনা পদ্ধতি 'গড়' নির্ধারণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে অর্জন হবে (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্থাৎ প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে ২০ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজেট প্রাপ্তি ও কর্মসম্পাদনের সুবিধা বিবেচনায় 'গড়' অথবা 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। তবে যেসকল অর্জনকে শতকরা হারে অর্থাৎ percentage (%) এককে দেখানো হয় সেসকল সূচকের গণনা পদ্ধতি 'গড়' হওয়াই সমীচীন। এক্ষেত্রে 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে বছর শেষে অর্জন ১০০% এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তারিখ: যেসকল কাজ কোন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় সেসকল কাজের গণনা পদ্ধতি তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে একই তারিখ প্রদান করতে হবে এবং সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তারিখই চূড়ান্ত বার্ষিক অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ক্রমপুঞ্জিভূতঃ এই গণনা পদ্ধতি 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতির মতোই তবে এক্ষেত্রে পূর্বের ত্রৈমাসিকের অর্জন পরবর্তী ত্রৈমাসিকের অর্জনের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্যই চূড়ান্ত অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে। ধরা যাক কোন সূচকের বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিকে অর্জন ৫, ২য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ৩, ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ৪ এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন ৬। ক্রমপুঞ্জিভূত গণনা পদ্ধতির আওতায় এক্ষেত্রে ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন হবে ৫, ২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন ১ম ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ৩+৫=৮ হবে, ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ২য় ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ৮+৪=১২ হবে এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন ৩য় ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ১২+৬=১৮ হবে। এক্ষেত্রে বার্ষিক অর্জন হবে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের অর্জন অর্থাৎ ১৮। উল্লেখ্য, APAMS সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিভূত গণনা পদ্ধতি প্রয়োগের সময়

সকল ক্যালকুলেশন ম্যানুয়ালি সফ্‌টওয়্যারে প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ এই গণনা পদ্ধতি সিলেক্ট করলে সফ্‌টওয়্যার নিজ হতে কোন ক্যালকুলেশন করে না; তবে ২য় ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্য অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি হিসাবে এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত অর্জন হিসাবে বিবেচনা করে।

কলাম ৬: একক

কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের একক (unit) এই কলামে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম ৭: কর্মসম্পাদন সূচকের মান

কোন কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে একাধিক কার্যক্রম থাকলে প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক থাকবে এবং প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের একটি নির্ধারিত মান থাকবে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকের মান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সবগুলি কর্মসম্পাদন সূচকের মোট মান সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত মানের সমান হয়।

কলাম-৮ ও ৯: এই কলামদ্বয়ে যথাক্রমে বিগত দুই অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করতে হবে। বিগত বছরের এপিএ'র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদর্শিত প্রকৃত অর্জনের সঙ্গে কলাম ৮-এ প্রদর্শিত প্রকৃত অর্জনের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

কলাম-১০-১৪: লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক

লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কর্মসম্পাদন (performance) উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সুতরাং লক্ষ্যমাত্রা একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে নিম্নরূপ ৫ দফা স্কেলে বিন্যস্ত করতে হবে:

অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরের অর্জনকে চলতিমান বিবেচনা করে আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির 'চলতি মান' কলামে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত অর্জনের চেয়ে কম কোনো অর্জন 'চলতি মানের নিম্নে'র কলামে উল্লেখ করতে হবে। কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ গাণিতিকভাবে নির্ধারিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ কোন কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৬০% এর কলামে লক্ষ্যমাত্রা ৬ নিরুপণ করা হলে ৭০% এর কলামে তা ৭ নির্ধারণ না করে ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ নির্ধারণ করা যেতে পারে। স্কেলে উল্লিখিত শতকরা নম্বর কেবলমাত্র কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, কোন কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ৬০%-এর নিচে হলে প্রাপ্ত মান ০ (শূন্য) ধরা হবে । লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত অর্জন ও অর্জনের প্রবৃদ্ধি, অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ, সংশ্লিষ্ট অফিসের সক্ষমতা এবং বিরাজমান বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে।

কলাম-১৫ ও ১৬: বিবেচ্য অর্থবছরের পরবর্তী দুই অর্থবছরের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা কলাম ১৫ ও ১৬-এ প্রদর্শন করতে হবে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা লিখতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরসমূহের প্রকৃত অর্জনের স্থাএ সামঞ্জস্য রেখে প্রক্ষেপন নির্ধারণ করতে হবে।

৬. সংযোজনী-১: শব্দসংক্ষেপ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ সংযোজনী-১ এ সন্নিবেশ করতে হবে। শব্দসংক্ষেপ বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী শব্দসংক্ষেপের জন্য পৃথক সারণী প্রস্তুত করতে হবে।

৭. সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

সংযোজনী-২ এর কলাম-২ ও ৩ এর কার্যক্রম ও সূচকসমূহ সেকশন-৩ এর অনুরূপ হবে। কলাম-৪ এ উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগের নাম উল্লেখ করতে হবে। কলাম-৫ এ প্রতিটি সূচকের অর্জনের সপক্ষে কী প্রমাণক প্রদান করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

৮. সংযোজনী-৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কতিপয় ক্ষেত্রে কোন কোন সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সফলতা সরকারের অন্য এক বা একাধিক অফিসের কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে দল হিসাবে কাজ করতে হয়; একক কোন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয়। এসকল কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নেবে। অন্য সরকারি অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহায়তা এবং কতিপয় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের সফলতার ক্ষেত্রে অন্য সরকারি অফিসের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি সংযোজনী-৩ এ উল্লেখ করতে হবে।

৯. সংযোজনী ৪: যেসকল নীতি/পরিকল্পনার আলোকে কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে

এই সংযোজনীটিতে বিভিন্ন জাতীয় নীতি/ পরিকল্পনা ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতি/পরিকল্পনার প্রতিফলন এপিএ'র কোন কোন কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

১০. সংযোজনী ৫-৯: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

সংযোজনী ০৫ হতে ০৯ পর্যন্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ শুধুমাত্র প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএ-তে সংযুক্ত করতে হবে।

পরিশিষ্ট ‘গ’

এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ ________________________

(মোট সূচকের সংখ্যাঃ ____, সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত সূচকের সংখ্যাঃ _____)

	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪					সংশোধনের যৌক্তিকতা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
বিদ্যমান										
প্রস্তাবিত										

পরিশিষ্ট ‘ঘ’

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রমাণক নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশাবলী

১) প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

২) কোনো সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করা না হলে সূচকটিতে অর্জন নেই মর্মে বিবেচিত হবে;

৩) সকল প্রমাণকে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে; স্বাক্ষরবিহীন প্রমাণক বিবেচনা করা হবে না;

৪) যে সমস্ত সূচকের প্রমাণকের সংখ্যা/পরিমাণ অনেক বেশি সে সমস্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটা সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

৫) দাবীকৃত অর্জনের সঙ্গে প্রমাণক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৬) বছরশেষে সমস্ত সূচকের অর্জনকে প্রত্যয়ন করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজন করতে হবে। ঐ সভার কার্যবিবরণীটি আলাদাভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ কার্যবিবরণীটি কোনো নির্দিষ্ট সূচকের প্রমাণক হিসাবে বিবেচনা করা হবেনা;

৭) সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহের (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) প্রমাণক এপিএ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তৈরি করতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে;

৮) প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে/সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনে যেকোনো সূচকের বিস্তারিত প্রমাণক চাইতে পারবে;

৯) বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের সময় একটি সূচকের পুরো বছরের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক একত্রে (ষান্মাসিক বা অন্য ত্রৈমাসিকে দাখিল করা হলেও) দাখিল করতে হবে।

এপিএএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত

১০) সম্প্রতি এপিএএমএস সফটওয়্যারে প্রমাণকের সর্বোচ্চ আকার ২ মেগাবাইটের স্থলে ৫ মেগাবাইট নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫ মেগাবাইট পর্যন্ত প্রমাণক দাখিল করা যাবে; এর বেশি সাইজের কোন প্রমাণকের ক্ষেত্রে অর্জনের একটি সামারি শিট প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে;

১১) স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন সফটওয়্যারে দাখিলের ক্ষেত্রে সকল প্রমাণক এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। সফটওয়্যার ব্যতীত অন্যকোনো মাধ্যমে প্রমাণক প্রেরণ করা যাবেনা;

১২) একটি সূচকের প্রমাণকে একাধিক ডকুমেন্ট থাকলে তা সমন্বিত করে একটি পিডিএফ আকারে আপলোড করতে হবে;

প্রকল্প সংক্রান্ত

১৩) প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সকল সূচকের প্রমাণক হিসাবে অর্জনের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ‘প্রকল্প-পরিচালকের’ প্রত্যয়ন-পত্র এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এর সভার

কার্যবিবরণী প্রদান করতে হবে। কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সূচকের চূড়ান্ত অর্জন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং অর্জনের 'অঙ্গাভিত্তিক বিবরণ' দাখিল করতে হবে;

১৪) যদি যৌক্তিক কারণে কোনো প্রকল্পের PSC/PIC সভা জুন মাসে আয়োজন করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ঐ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে আয়োজিত PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী (ঐ সময় পর্যন্ত অর্জনের সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ) এবং অর্থবছর শেষে অর্জনের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প-পরিচালকের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে অর্জিতব্য সূচকসমূহ

১৫) যেসকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে অর্জিত হবে সেসকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

সভা/অনলাইন সভা/ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন

১৬) একটি সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে ঐ সভার কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে কার্যবিবরণী দাখিল করা সম্ভব না হলে রেকর্ড নোটস অব ডিসকাশন দাখিল করতে হবে;

১৭) একাধিক সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের তারিখ, বিষয়বস্তুর বিবরণ, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। সকল সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

১৮) ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশের/নোটিশের কপি এবং কার্যবিবরণী/প্রসিডিং/রেকর্ড অফ নোটস্ দাখিল করতে হবে;

সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১৯) একটি সভা হয়ে থাকলে ঐ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

২০) বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত (সভার তারিখ, গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা, বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা) তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। তবে এরুপ ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রস্তুত রাখতে হবে। কার্যবিবরণীতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/সেমিনার/ Learning Session সংক্রান্ত

২১) একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণকে একাধিক সূচকের প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপন করা যাবেনা;

২২) প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন-এর তারিখ, বিষয়বস্তুর বিবরণ, ব্যয়িত জনঘন্টা, প্রশিক্ষণার্থীর/অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে;

পরিদর্শন/তদারকি

২৩) পরিদর্শন/তদারকির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দাবী করা হলে এরূপ পরিদর্শন/তদারকির তথ্য সম্বলিত (পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনের স্থান/সাইট/অফিসের নাম, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী) একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সকল পরিদর্শন/তদারকি প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে;

পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

২৪) পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়নের হার সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত (পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী, প্রদত্ত সুপারিশের সংখ্যা, বাস্তবায়িত সুপারিশের সংখ্যা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পরিদর্শনকৃত অফিস হতে প্রেরিত প্রতিপালন প্রতিবেদনের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে;

দিবস পালন/উদযাপন সংক্রান্ত

২৫) দিবস পালন/উদযাপনের প্রমাণক হিসাবে দিবস পালন/উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

২৬) অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

২৭) দেশে/বিদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জিও'র কপি, একাধিক জিও হলে অনুষ্ঠানের ধরণ, স্থান, অনুষ্ঠানের তারিখ এবং জিও'র তারিখ ও স্মারক নম্বর উল্লেখপূর্বক সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইভেন্টে অংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট স্থিরচিত্র/ভিডিও/প্রকাশনা/প্রতিবেদন ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

আইন/বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত

২৮) আইন/বিধিমালা চূড়ান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে গেজেটের কপি দাখিল করতে হবে;

২৯) আইন/বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে খসড়াটি যে সভায় অনুমোদিত হয়েছে সে সভার কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে;

৩০) যদি কোন নির্দিষ্ট ধাপ পর্যন্ত (উদাহরণস্বরূপ অন্য কোন মন্ত্রণালয়ে মতামত/ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ) সম্পন্ন করা লক্ষ্যমাত্রা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত পত্রের কপি দাখিল করতে হবে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নোটাংশের সংশ্লিষ্ট অংশের অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে;

Statutory Rules and Orders (SRO)/নীতিমালা/নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত

৩১) এসআরও/নীতিমালা/নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এসআরও/নীতিমালা/নির্দেশিকা-র কপি দাখিল করতে হবে;

৩২) এসআরও/নীতিমালা/নির্দেশিকা-র পরিমাণ/সংখ্যা বেশি হলে এসআরও/নীতিমালা/নির্দেশিকা-র নাম, চূড়ান্তকরণের তারিখ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

৩৩) বিবেচ্য অর্থবছরে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী (উদাহরণ: সমন্বয় সভা, এডিপি রিভিউ সভা ইত্যাদি);

৩৪) পরিকল্পনা অনুযায়ী কতটুকু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তার দপ্তর/সংস্থা প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিবরণী;

৩৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কপি দাখিল করতে হবে;

গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা সংক্রান্ত

৩৬) গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষার শিরোনাম, গবেষক/ প্রতিবেদক/ জরিপকারক/সমীক্ষাকারীর নাম, গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা শুরু এবং সমাপ্তির তারিখ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) উল্লেখপূর্বক একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে;

ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত

৩৭) ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রদানের তারিখ, ফেলোশিপ/বৃত্তি প্রাপ্তদের নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বরসহ একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

প্রকাশনা সংক্রান্ত (হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি ইত্যাদি)

৩৮) প্রতিটি প্রকাশনা সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণকে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকাশের তারিখ উল্লেখ ব্যতীত প্রকাশনা সংক্রান্ত কোন প্রমাণক গ্রহণ করা হবে না;

৩৯) একটি হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রকাশনা হলে প্রকাশনাটির কপি দাখিল করতে হবে। প্রকাশনাটির আকার ৫ মেগাবাইটের বেশি হলে সেক্ষেত্রে প্রকাশনাটির প্রথম এক/দুই পৃষ্ঠার ছবি (প্রকাশকাল উল্লেখসহ) এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত একটি statement দাখিল করতে হবে;

৪০) একাধিক হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি প্রকাশ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতির তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতির শিরোনাম, প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করতে হবে;

৪১) অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রে ওয়েবলিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে;

ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত

৪২) নির্ধারিত তারিখে কোন ডকুমেন্ট (নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে ডকুমেন্টটি যে তারিখে ওয়েবসাইটে/ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে সে তারিখের উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অংশের স্ক্রিনশট দাখিল করতে হবে এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে;

ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদ সংক্রান্ত

৪৩) ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে (সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) কত তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে, পূর্বে কী ছিল, কী কী বিষয় হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবলিংক উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

আবেদনের ভিত্তিতে প্রদত্ত সেবা

৪৪) নির্ধারিত কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরুপ পরামর্শ সেবা/বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ইত্যাদি) প্রমাণক হিসাবে একটি স্বাক্ষরিত সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে প্রদত্ত সেবার নাম, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ, নিষ্পত্তির তারিখ ও কত কার্যদিবসে আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে;

৪৫) তবে বহুসংখ্যক আবেদনের ক্ষেত্রে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে ঐ সেবাটির প্রযোজ্যক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা, বিভাগ/জেলা/উপজেলা, মাসভিত্তিক বিবরণী (নিষ্পত্তির গড় সময় উল্লেখসহ) উল্লেখ থাকতে হবে;

৪৬) শতকরার ভিত্তিতে আবেদন নিষ্পত্তির হার সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে মাসভিত্তিক প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির হার সামারি শিটে উল্লেখ করতে হবে;

৪৭) যে সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে System Generated Report পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে এরুপ রিপোর্ট প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে;

নিয়োগ সংক্রান্ত

৪৮) নিয়োগ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে শূন্য পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা, পূরণকৃত পদের সংখ্যা এবং নিয়োগ আদেশের তারিখ ও স্মারক নম্বর উল্লেখ করে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

বাজেট সংক্রান্ত

৪৯) সরকারি ব্যয়/জিডিপি-র শতকরা হার/ বাজেট ঘাটতি ইত্যাদি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে System generated iBAS++ report দাখিল করতে হবে। iBAS++ রিপোর্ট না পাওয়া গেলে বাজেট বরাদ্দ, বাজেট ব্যয়, উদ্বৃত্ত/ঘাটতির তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

ভাতা/সেবা প্রদান

৫০) ভাতা/সেবা প্রদান সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলাভিত্তিক ভাতা/সেবার নাম, ভাতা/সেবা প্রাপ্তদের সংখ্যা, ভাতা/সেবা প্রদানের তারিখ প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে ভাতা/সেবা গ্রহীতাদের নাম-ঠিকানা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংরক্ষণ করতে হবে;

ভৌত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (প্রকল্প ব্যতীত)

৫১) ভৌত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (প্রকল্প ব্যতীত) বিষয়ক দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। আংশিক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলে কতটুকু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত

৫২) সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার/এ্যাপসের নাম, লিঙ্ক, ডেভেলপ করার তারিখ সম্বলিত এবং সফটওয়্যার/এ্যাপসসমূহ কার্যকর রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

কার্যক্রম/সেবা চালুকরণ সংক্রান্ত

৫৩) কার্যক্রম/সেবা চালুকরণ (মিড-ডে মিল, ই-পাসপোর্ট, এনরোলমেন্ট ইউনিট ইত্যাদি) সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। কার্যক্রম/সেবাটি কার্যকর রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়নও এতৎসঙ্গে দাখিল করতে হবে;

৫৪) এ ধরনের কার্যক্রম/সেবা একাধিক হলে চালুকৃত কার্যক্রম/সেবার নাম, চালুকরণের স্থান ও তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ করে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

ঠিকাদার/পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত

৫৫) ঠিকাদার/পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে নিয়োগ আদেশের কপি এবং ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দাখিল করতে হবে;

সমঝোতা স্মারক/ চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত

৫৬) সমঝোতা স্মারক/চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি সূচকের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে একটি স্বাক্ষরিত সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহের নাম ও পদবী (প্রযোজ্যক্ষেত্রে অফিসের নাম), সমঝোতা স্মারক/চুক্তির বিষয়, স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ, চুক্তির মেয়াদ, চুক্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) উল্লেখ করতে হবে;

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত

৫৭) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা হলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পত্রের কপি দাখিল করতে হবে;

৫৮) একাধিক দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি হয়ে থাকলে নিষ্পত্তির তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা, উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা, নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা, নিষ্পত্তিকরণ পত্রের স্মারক নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে;

অন্যান্য সূচকের ক্ষেত্রে

৫৯) এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ভূক্ত সূচকের ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রমাণস্বরুপ যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হবে। প্রমাণকের বিষয়ে যেকোনো প্রকার অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে; এবং

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের এপিএ মূল্যায়ন

৬০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপরোল্লিখিত প্রমাণক নির্দেশিকার আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ প্রমাণক নির্দেশিকা জারি করবে এবং তদানুযায়ী এপিএ মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমুহের এপিএ মূল্যায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবে।

পরিশিষ্ট ‘ঙ’

এপিএ’র সরলীকৃত কাঠামো

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিস ব্যতীত
বিশেষ ধরণের কোনো সরকারি অফিসে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাবিত এপিএ কাঠামো
(যেমনঃ সরকারি ব্যাংক, বীমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(এপিএ প্রস্তুতকারী অফিস)

এবং

(উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ)

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০….. - ৩০ জুন, ২০….

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি	
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ
- সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

.... অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

(এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী, অফিসের নাম)

এবং

(উর্ধ্বতন অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী, অফিসের নাম)

এর মধ্যে ......সালের......মাসের ....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসেরর সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলিঃ

ক)

খ)

গ)

...

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন (বিগত দুই অর্থবছরের)		...... অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক					প্রক্ষেপণ (আগামী দুই অর্থবছরের)	
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের কার্যক্রম (১০০ নম্বর)															
[১]															
[২]															
[৩]															

আমি, (এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী, অফিসের নাম), হিসেবে (ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী, অফিসের নাম) নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, (ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী, অফিসের নাম) হিসেবে (এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী, অফিসের নাম) এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

--   -----------------------------

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী   তারিখ

অফিসের নাম

--   -----------------------------------

ঊর্ধ্বতন অফিসের প্রধান কর্তৃপক্ষের পদবী   তারিখ

অফিসের নাম

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক

দ্বিতীয় অংশ

দপ্তর/সংস্থার এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	২য় অংশ- দপ্তর/সংস্থা জন্য	
২.১	দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি	৫৬
২.২	দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিম গঠন	৬১
২.৩	দপ্তর/সংস্থার এপিএ ক্যালেন্ডার	৬২
২.৪	দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন অফিসের এপিএ ব্যবস্থাপনা	৬৩
	পরিশিষ্ট কঃ দপ্তর/সংস্থার এপিএ কাঠামো	৬৫
	পরিশিষ্ট খঃ এপিএ'র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া	৭৭
	পরিশিষ্ট গঃ এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক	৮৩
	পরিশিষ্ট ঘঃ এপিএ প্রমাণক নির্দেশিকা	৮৪

দ্বিতীয় অংশ

দপ্তর/সংস্থার এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

২.১ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি

ক) এপিএ'র কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. এপিএ'র প্রতিটি কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক যথাসম্ভব ফলাফলধর্মী হতে হবে;

২. এপিএ-তে চ্যালেঞ্জিং, উদ্ভাবনমুখী, নাগরিক-সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; এক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রম/সূচকের গুণগত মান বিবেচনায় চূড়ান্ত মূল্যায়নে নম্বর প্রদান করা হবে; এই নির্দেশিকার মূল্যায়ন অংশে [অনুচ্ছেদ ছ(১)] এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে;

৩. **চলমান বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি এপিএ-তে পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন গুরুত্বপূর্ণ নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে;**

৪. দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শূন্যপদ পূরণে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৫. আইন/বিধি এবং নিজস্ব কার্যতালিকা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থাকে এপিএ-তে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা/নীতি/কৌশলে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে উল্লেখ থাকতে হবে। এরূপ পরিকল্পনা/নীতি/কৌশলের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক) সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

খ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১

গ) অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫

ঘ) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100)

৬. নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতি/আইন/ কৌশল/পরিকল্পনা এবং অন্য কোনো নির্দেশনার (যদি থাকে) আলোকে নিজ এপিএ'র কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে;

৭. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন দলিল/কৌশলপত্র (যেমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০) বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে সংশ্লিষ্ট দলিল/কৌশলপত্র অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এমন কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৮. বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৯. গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১০. কার্যক্রম নির্ধারণে বিগত বছরগুলির ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব বজায় রাখতে হবে;

১১. আওতাধীন অফিসের কার্যক্রমের সামগ্রিক প্রতিফলন দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে থাকতে হবে;

১২. যে সকল দপ্তর/সংস্থার আওতায় কোনো অফিস নেই, সে সকল দপ্তর/সংস্থা তাদের স্ব স্ব অংশীজনদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে; (উদাহরণঃ অন্য কোনো সরকারি/বেসরকারি অফিসকে প্রদত্ত সেবা);

১৩. আওতাধীন অফিসের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৪. বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের ক্ষেত্রে আওতাধীন অফিসের কার্যক্রম অনলাইনে পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে এবং তা দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে পরিবীক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে;

১৫. দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সক্ষমতা উন্নয়নসহ দপ্তর/সংস্থার সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন এপিএ-তে থাকবে;

১৬. দপ্তর/সংস্থা, মাঠ পর্যায়ের অফিসের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাধ্যমে প্রদত্ত নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবামূলক কার্যক্রম সামষ্টিক আকারে এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করবে;

১৭. এপিএ প্রণয়নে দপ্তর/সংস্থা তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করবে এবং রুটিনধর্মী ও ক্ষুদ্র কাজসমূহের উল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করবে;

১৮. যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্য এক/একাধিক সরকারি অফিসের উপর নির্ভর করতে হয় সেসকল কার্যক্রম এপিএ-তে উল্লেখের পূর্বে সেসকল সরকারি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাপ্ত সহযোগিতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে;

১৯. এপিএ-তে সর্বোচ্চ ০৪ (চার)টি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং সর্বোচ্চ ৩০ (তিরিশ)টি কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা যাবে; তবে সূচকের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত রেখে শুধুমাত্র ফলাফলধর্মী (Performance-based) কার্যক্রম উল্লেখ করাই বাঞ্চনীয়; এবং

২০. দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

খ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. এপিএতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে হবে; চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে;

২. একটি কার্যক্রম বা লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং কিনা তা কাজের ব্যাপকতা, কর্মসম্পাদনে প্রতিকূলতা, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ তথা সামগ্রিক প্রয়াস ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা হবে;

৩. দপ্তর/সংস্থা অর্থবছরের শুরুতেই এপিএ-তে উল্লেখিত কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং তার যৌক্তিকতাসহ বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করবে;

৪. এপিএ-তে উল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৫. এপিএ'র খসড়া প্রণয়নের সময়েই প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দের সংযোগ স্থাপন করে নিতে হবে;

৬. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং এডিপি-তে বরাদ্দকৃত বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে;

৭. এপিএ'তে উল্লিখিত সেবাধর্মী কার্যক্রমে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেনস চার্টারে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করতে হবে;

৮. একই কার্যক্রমের পূর্ববর্তী বছরসমূহের এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে নতুন অর্থবছরের এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; এক্ষেত্রে সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে যথাসম্ভব উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে হবে; এবং

৯. কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস ব্যতীত বিগত অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা যাবে না।

গ) এপিএ প্রণয়নে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ

১. দপ্তর/সংস্থার এপিএ’র কাঠামোগত বিষয়সমূহে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি;

২. দপ্তর/সংস্থার এপিএ’র কাঠামো এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- ক (পৃষ্ঠা নং ৬৫)** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

৩. এপিএ’র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- খ (পৃষ্ঠা নং ৭৭)** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত অংশে বর্ণিত নিয়মাবলির আলোকে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

৪. প্রতিটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের আওতায় কমপক্ষে একটি করে ফলাফল/প্রভাব (Outcome Indicator) সেকশন ২-এর ১ম কলামে উল্লেখ করতে হবে;

৫. সেকশন ২-এ ফলাফল/প্রভাব সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধভাবে লিখতে হবে;

৬. **সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ০৫টি কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে প্রকাশ করা হবে;**

৭. আওতাধীন যে সকল অফিস এখনো এপিএ স্বাক্ষর করে না, তাদেরকে এপিএ’র আওতায় নিয়ে আসতে হবে; প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা তার আওতাধীন সর্বশেষ পর্যায়ের অফিস/Last Service Point- এ (উদাহরণস্বরূপঃ উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিস) এপিএ স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৮. এপিএ স্বাক্ষরকারী সকল অফিসকে এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) এপিএ চূড়ান্তকরণ ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রণীত এপিএ নির্দেশিকা অনুসরণ করে দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিমের সদস্যগণ এপিএ’র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করবে। খসড়া প্রস্তুতের সময় আবশ্যিকভাবে নিজ অফিস এবং আওতাধীন অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে;

২. খসড়াটিতে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ খসড়াটি পর্যালোচনা করে ফিডব্যাক/মতামত প্রদান করবে;

৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাক/মতামত অনুযায়ী খসড়া এপিএ সংশোধন করে দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিম চূড়ান্ত খসড়াটিতে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করবে;

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা আছে। আপলোডকৃত

কর্মপরিকল্পনাসমূহের মধ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ডাউনলোড ও সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করে এপিএএমএস সফটওয়্যারে পুনরায় আপলোড করতে হবে;

৬. চূড়ান্ত এপিএ ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে;

৭. চূড়ান্ত এপিএ'র (কর্মপরিকল্পনাসহ) মোট তিন সেট কপি (রঙিন প্রিন্ট) নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এর মধ্যে এক সেট এপিএ'র প্রতিটি পাতায় এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর থাকবে;

৮. নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং স্বাক্ষরিত এপিএ'র একটি কপি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করবে; এবং

৯. এপিএ স্বাক্ষরের তারিখ হতে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের এপিএ সেবা বক্সে স্বাক্ষরিত এপিএ আপলোড করবে।

ঙ) এপিএ সংশোধন সংক্রান্ত

১. দপ্তর/সংস্থা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিতে উল্লিখিত কোনো কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে মন্ত্রণালয়ের নিকট উপযুক্ত যৌক্তিকতা উল্লেখসহ সংশোধনের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট- গ (পৃষ্ঠা নং ৮৩)** মোতাবেক হার্ড কপিতে প্রেরণ করবে;

২. এপিএ ক্যালেন্ডারে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দপ্তর/সংস্থা এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে। সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনো সংশোধন প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না;

৩. এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সকল কর্মসম্পাদন সূচকের (আবশ্যিক অংশ/সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত) সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত সূচকের পরিবর্তনের প্রস্তাব যৌক্তিক ক্ষেত্রে প্রেরণ করা যাবে;

৪. করণিক ভুল, গণনাপদ্ধতিজনিত ভুল সংশোধনের প্রস্তাব নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগের আওতামুক্ত থাকবে; এবং

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগ যৌক্তিকতা বিবেচনায় এপিএ সংশোধনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

চ) এপিএ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত

১. দপ্তর/সংস্থা হতে সারা বছরব্যাপী নিজ অফিসের কার্যক্রম এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করতে হবে;

২. এপিএ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের সাথে সাথে সারা বছরব্যাপী প্রমাণক সংগ্রহ ও যাচাই এবং প্রমাণক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ বিশেষ গুরুত্বারোপ করবেন;

৩. প্রতিটি ত্রৈমাসিক শেষে দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিম এপিএ বাস্তবায়ন ও অর্জন বিষয়ে আলোচনা করবে ও প্রমাণক যাচাই করবে;

৪. এপিএ'র প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন নিশ্চিত ও প্রমাণক যাচাই শেষে এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ এপিএএমএস সফটওয়্যারে ত্রৈমাসিকের (মধ্য-অক্টোবর, মধ্য-জানুয়ারি, মধ্য-এপ্রিল) অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

৫. এপিএএমএস সফটওয়্যারে ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মন্তব্য কলামে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৬. প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন দপ্তর/সংস্থা প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. দপ্তর/সংস্থাসমূহ অর্থবছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি/ফলাফলের একটি অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নিকট এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেরণ করবে;

৮. দপ্তর/সংস্থা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) আওতাধীন অফিসের এপিএ'র অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান করবে; এবং

৯. যে সকল কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি কম বা অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হবে, সে সকল সূচকের শতভাগ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এপিএ টিম উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ছ) এপিএ মূল্যায়ন সংক্রান্ত

১. ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে এপিএ'র মূল্যায়নে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করলেই পূর্ণনম্বর পাওয়া যাবে না; বরং কার্যক্রমটি কতটা গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তাও বিবেচনায় নেয়া হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ কার্যক্রমের গুণগতমান নির্ধারণে নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

ক) কাজটি মানসম্মতভাবে সম্পাদন করা হয়েছে; কাজের গুণগত মানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যালোচনা এবং বা অন্য কোনো সরকারি সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য/অভিমত;

খ) চ্যালেঞ্জিং, উদ্ভাবনমুখী, নাগরিকসেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে;

গ) 'সফট টার্গেট' বা সহজ লক্ষ্যমাত্রা পরিহার করা হয়েছে; এবং

ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত স্বমূল্যায়নে প্রমাণক বিষয়ক নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে;

২. কোন কার্যক্রম বা সূচকের অর্জনের (আংশিক বা পূর্ণ) গুণগতমান সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় সারা বছর জুড়ে পরিদর্শনসহ অন্যান্য উপায়ে যাচাই করবে;

৩. দপ্তর/সংস্থার এপিএ মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে; চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্তভাবে গ্রেডসমূহ নির্ধারণ করা হবে;

চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড
৯৫% এবং তদুর্ধ্ব	এ
৯০%-৯৪%	বি
৮০%-৮৯%	সি
৭০%-৭৯%	ডি
৭০% এর নিচে	ই

৪. এপিএ মূল্যায়নের অন্যান্য নির্দেশনাসহ প্রমাণক নির্দেশিকা **পরিশিষ্ট- ঘ (পৃষ্ঠা নং ৮৪)**-এ প্রদান করা হয়েছে; উক্ত নির্দেশনার আলোকে স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে;

৫. প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

৬. কোনো সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করা না হলে সূচকটিতে অর্জন নেই মর্মে বিবেচিত হবে;

৭. সকল প্রমাণকে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে; স্বাক্ষরবিহীন প্রমাণক বিবেচনা করা হবে না;

৮. যে সমস্ত সূচকের প্রমাণকের সংখ্যা/পরিমাণ অনেক বেশি সে সমস্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটা সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

৯. দাবীকৃত অর্জনের সঙ্গে প্রমাণক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

১০. সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহের (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) প্রমাণক সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তৈরি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১১. প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী স্ব স্ব দপ্তর/ সংস্থা/সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগ প্রয়োজনে যেকোনো সূচকের বিস্তারিত প্রমাণক চাইতে পারবে;

১২. প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে বা ক্লাউড ড্রাইভে (উদাহরণস্বরূপ গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ ইত্যাদি) আপলোড করে তার লিংক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করা যাবে; এবং

১৩. বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের সময় একটি সূচকের পুরো বছরের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক একত্রে (ষান্মাসিক বা অন্য ত্রৈমাসিকে দাখিল করা হলেও) দাখিল করতে হবে।

২.২ দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিম গঠন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় একটি এপিএ টিম থাকবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে এ টিম গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও এপিএ টিমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এপিএ টিমের সদস্যদের মধ্যে একজন টিম লিডার (তুলনামূলকভাবে জ্যেষ্ঠ) ও একজন ফোকাল পয়েন্ট হবেন। এপিএ টিম লিডার, টিমের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবেন, এপিএ টিমের সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এবং এপিএ'র অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে অবহিত রাখবেন। এপিএ টিম অর্থবছরের প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবেন, এপিএএমএস সফ্টওয়্যারের পাসওয়ার্ড ও ইউজার আইডি সংরক্ষণ করবেন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে

যোগাযোগের বিষয়ে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

২.২.১ দপ্তর/সংস্থার এপিএ টিমের দায়িত্ব

- খসড়া এপিএ প্রণয়ন করা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা;
- প্রতি দুই মাসে একবার এপিএ'র অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের এপিএ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;
- এপিএ'র সংশোধন (যদি থাকে) প্রস্তাব নির্ধারিত ফরম্যাটে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নিকট প্রেরণ;
- প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ;
- অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির প্রমাণক সংরক্ষণ;
- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রমাণকের যথার্থতা যাচাই ও সংরক্ষণ এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
- এপিএএমএস সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- আওতাধীন অফিসের (যদি থাকে) এপিএ চূড়ান্ত করা, এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন, অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা;
- এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা; এবং
- এপিএ ক্যালেন্ডার ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কাজ সম্পাদন।

২.৩ দপ্তর/সংস্থার এপিএ ক্যালেন্ডার

২. এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর	
কার্যক্রম	**সময়সীমা**
দপ্তর/সংস্থার খসড়া এপিএ মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	৩০ এপ্রিল
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত এপিএ দপ্তর/সংস্থা প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	৩০ মে
দপ্তর/সংস্থার এপিএ স্বাক্ষর	৩০ জুন
এপিএ সংশোধন	
দপ্তর/সংস্থা হতে সংশোধনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে যৌক্তিকতাসহ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ	২৫ সেপ্টেম্বর
মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এপিএ সংশোধন (প্রাপ্ত প্রস্তাব অনুযায়ী)	৩০ অক্টোবর
এপিএ পরিবীক্ষণ	
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫ অক্টোবর, ১৫ জানুয়ারি, ১৫ এপ্রিল
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফিডব্যাক প্রদান	৩০ জানুয়ারি

এপিএ মূল্যায়ন	
স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১০ জুলাই
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশ	১৫ সেপ্টেম্বর

২.৪ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আওতাধীন অফিসের এপিএ ব্যবস্থাপনা

আওতাধীন অফিসের এপিএ যথাযথভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

১৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৩-২৪' আওতাধীন সকল অফিসকে অবহিত করবে;

১৭. আওতাধীন অফিসের এপিএ'তে সংস্কারমূলক, জনসেবার মান উন্নয়নমূলক, চ্যালেঞ্জিং ও মানসম্পন্ন কার্যক্রম, সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিশ্চিত করবে;

১৮. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আওতাধীন অফিস যেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি/পরিকল্পনা, নিজস্ব কার্যক্রম/মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার নির্দেশনার আলোকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খসড়া এপিএ প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে;

১৯. আওতাধীন অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া এপিএ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা ফিডব্যাক/মতামত প্রদান করবে;

২০. নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন মানসম্পন্ন হচ্ছে কি না তা যাচাই করবে;

২১. দপ্তর/সংস্থার মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে আওতাধীন অফিস এপিএ দাখিল করলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য দপ্তর/সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

২২. দপ্তর/সংস্থা সারা বছরব্যাপী আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও প্রমাণক ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ করবে;

২৩. আওতাধীন অফিসের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ সংশোধনের প্রয়োজন হলে এই নির্দেশিকায় এপিএ সংশোধন বিষয়ে বর্ণিত নিয়মাবলি ও ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

২৪. আওতাধীন অফিসের এপিএ-তে উল্লেখিত কোনো কার্যক্রম অর্জনে বাধাগ্রস্থ হলে দপ্তর/সংস্থা তার কারণ চিহ্নিতকরণ ও তা উত্তরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে;

২৫. আওতাধীন অফিসের কর্তৃক নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে কিনা তা দপ্তর/সংস্থা নিশ্চিত করবে;

২৬. দপ্তর/সংস্থা তার আওতাধীন অফিসের এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান করবে এবং সে অনুযায়ী আওতাধীন অফিস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে;

২৭. আওতাধীন অফিসের জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে দপ্তর/সংস্থা তার আওতাধীন সকল অফিসের এপিএ চূড়ান্ত মূলায়্যন করবে; এবং

২৮. দপ্তর/সংস্থা এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আওতাধীন অফিসের এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং এবং সর্বোচ্চ তিনটি আওতাধীন অফিসকে এপিএ বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট (আর্থিক নয়) ইত্যাদির মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করবে।

২৯. যে সকল দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন অফিস নেই তারা উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজ অফিসে বাস্তবায়ন করবে।

দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিম্নে বর্ণিত এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আওতাধীন অফিসের এপিএ কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

২. এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর	
কার্যক্রম	**সময়সীমা**
আওতাধীন অফিস কর্তৃক প্রেরিত খসড়া এপিএতে মতামত প্রদান	১৫ মে
আওতাধীন অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার এপিএ স্বাক্ষর	৩০ জুন
এপিএ সংশোধন	
আওতাধীন অফিসের এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব যাচাই	২০ সেপ্টেম্বর
আওতাধীন অফিসের এপিএ সংশোধন (মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দপ্তর/সংস্থার এপিএ সংশোধনের পরে)	০২ নভেম্বর
এপিএ পরিবীক্ষণ	
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান	২০ অক্টোবর, ২০ জানুয়ারী, ২০ এপ্রিল
আওতাধীন অফিসের এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান	৩০ জানুয়ারী
এপিএ মূল্যায়ন	
আওতাধীন অফিসের এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশ	৩০ আগস্ট

পরিশিষ্ট ‘ক’

দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এবং

(উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/ প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

(এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এবং

(উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

১.২ অভিলক্ষ্য:

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র):

১)

২)

৩)

৪)

৫)

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি: (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ও

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২৫
							২০২০-২১	২০২১-২২	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১]															
[২]															
[৩]															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									
		৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৪									
		৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									

(এপিএ স্বাক্ষরের পাতা)

আমি, (এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম), হিসাবে (উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম) নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, (উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম) হিসাবে (এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম) এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

-------------------------------------- -----------------------------

এপিএ প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষের পদবী তারিখ

অফিসের নাম

-------------------------------------- --------------------------------

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পদবী তারিখ

অফিসের নাম

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী- ২

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১				
২				
৩				
৪				

সংযোজনী ৩

অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল

পরিশিষ্ট ‘খ’

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র, প্রস্তাবনা এবং নিম্নবর্ণিত সেকশন ও সংযোজনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

সেকশন ২: কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা

সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা

দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো **পরিশিষ্ট ক**-তে সংযোজিত আছে। উক্ত কাঠামো অনুসরণ করে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত করবে। এসকল সেকশন ও সংযোজনী পূরণের প্রক্রিয়া নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১ কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এই অংশটি সংযোজন করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার বিগত ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ, এসকল চ্যালেঞ্জ/সমস্যা উত্তরণে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। সার্বিক চিত্র সুনির্দিষ্ট ও তথ্যবহুল কিন্তু যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২ প্রস্তাবনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শুরুতে একটি প্রস্তাবনা থাকবে, যাতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জনের বিষয়ে তাদের সম্মত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে।

৩ সেকশন-১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision)

রূপকল্প মূলত একটি সরকারি অফিসের ভবিষ্যৎ আদর্শ অবস্থা (idealized state) নির্দেশ করে। রূপকল্প সাধারণত ৫-১০ বছর মেয়াদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ফলে অফিসের কাঠামোগত পরিবর্তন বা কাজের ধরন ব্যাপক পরিবর্তন ব্যতীত রূপকল্প বছর বছর পরিবর্তিত হবে না। একটি ভাল রূপকল্প সহজে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য হবে। এটি কল্পনায় ধারণ করার মত সংক্ষিপ্ত ও জোরালো হবে যা গন্তব্য নির্দেশ করবে, কিন্তু এটি গন্তব্যে পৌঁছানোর পথনকশা নয়। রূপকল্প সরকারি কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীবিত করবে, যা একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং চ্যালেঞ্জিং হবে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

একটি সরকারি দপ্তর তার নির্দিষ্ট রূপকল্পটি কী ভাবে অর্জন করবে অভিলক্ষ্য মূলতঃ তাই নির্দেশ করে। অভিলক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে :

একটি দপ্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে,

- কী অর্জন করতে চায়;
- কীভাবে অর্জন করতে চায়; এবং
- কার জন্য অর্জন করতে চায় অর্থাৎ এর সম্ভাব্য উপকারভোগী কারা।

অভিলক্ষ্য অবশ্যই রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র বলতে নির্দিষ্ট সময়ে-স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দপ্তর তার অধিক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন লক্ষ্য (development objectives) অর্জন করতে চায় সেগুলিকে বুঝাবে। দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে দুই ধরনের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র থাকবে। দপ্তর/সংস্থা সর্বোচ্চ ০৪ (চার) টি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে পারবে। সুশাসন/সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ০৫টি কর্মপরিকল্পনা যেমন শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন এপিএ-তে সংযুক্ত থাকবে যা দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে 'সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ' নামে পরিচিত হবে।

কার্যাবলি (Functions)

একটি সরকারি অফিসের প্রধান কার্যাবলি এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য ও সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

4 সেকশন-২: কার্যক্রমসমূহের ফলাফল/প্রভাব

প্রতিটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের বিপরীতে কমপক্ষে একটি ফলাফল/প্রভাব সেকশন-২ তে উল্লেখ করতে হবে। সেকশন-২ এ দপ্তর/সংস্থাসমূহ সেকশন-৩ এ বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে (সাধারণত ৩-৫ বছর সময়ের মধ্যে) যে সকল ফলাফল (end result or outcome) অর্জন করতে চায় সেগুলি উল্লেখ করবে। এ সকল ফলাফল/প্রভাব ও লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই সরকারের কোনো না কোনো নীতি/পরিকল্পনা/দলিলের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। ফলাফল/প্রভাব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ ও সময়াবদ্ধভাবে লিখতে হবে। রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যের ন্যায় ফলাফল/প্রভাবও বছর বছর পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ* : ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে; যেমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, নবনিয়োগকৃত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পদায়ন ইতাদি। এ সকল কার্যক্রম সেকশন ৩ এ লক্ষ্যমাত্রাসহ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমসমূহের ফলাফল/প্রভাব হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জনকে ফলাফল/প্রভাব হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এপিএ'র সেকশন-২ এ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্ম সম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জন	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (১:৩০) অর্জিত	অনুপাত	১:৩৫	১:৩২	১:৩১	১:৩০	১:২৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

** এটি একটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা তার বাস্তব অবস্থা ও সুনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এই ছকে ব্যবহৃত তথ্য পরিবর্তন/সংশোধন করে উদাহরণটি এপিএ-তে ব্যবহার করতে পারে।

৫ সেকশন-৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কলাম-১: কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

সেকশন-১ এ বর্ণিত কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ সেকশন-৩ এর কলাম-১ এ উল্লেখ করতে হবে। কর্মসম্পাদন সর্বমোট ১০০ নম্বরের (weight) ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে। এই ১০০ নম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহের জন্য ৭০ নম্বর এবং 'সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' এর জন্য ৩০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে।

কলাম-২: কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে, অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রের মান বেশি হবে এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রের মান কম হবে। কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে মানবণ্টনের ক্ষেত্রে যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

কলাম-৩: কার্যক্রম

এপিএ'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ performenceধর্মী কার্যক্রম নির্ধারণ। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা/আইন/নীতি/সার্কুলার/প্রকল্পের আলোকে অর্থবছরের প্রদেয় বাজেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র পূরণের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক তথা ফলাফলধর্মী কর্মসংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান করে এরূপ কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিগত অর্থবছরের এপিএ-তে উল্লেখ করা অসমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ পরের অর্থবছরের এপিএ-তে উল্লেখ থাকতে হবে। ক্ষুদ্র বা রুটিনধর্মী কাজ যেমন সভা/মেলা আয়োজন, পত্র জারি, পরিদর্শন

ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিহার করে ফলাফলধর্মী কাজ যেমন প্রদত্ত জনসেবার মানোন্নয়ন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প সমাপ্তি, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, নীতি/আইন/পরিকল্পনা ইত্যাদি দলিল প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক/জাতীয় ইভেন্টে অংশগ্রহণের/আয়োজনের ফলে অর্জিত ফলাফল ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

কলাম-৪: কর্মসম্পাদন সূচক

কলাম-৩ এ বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করতে হবে, যা দ্বারা বছর শেষে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করা যাবে। কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কোন রকম দ্বৈততা পরিহার করা সমীচীন হবে।

কলাম-৫: গণনা পদ্ধতি

কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ করার চারটি পদ্ধতি এপিএ-তে উল্লেখ আছে; যথা- সমষ্টি, গড়, তারিখ ও ক্রমপুঞ্জিভূত। এপিএ প্রণয়নকালে কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রযোজ্য গণনা পদ্ধতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হবে। একটি সূচকের সকল ত্রৈমাসিকের অর্জন যে গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে বার্ষিক অর্জনে প্রতিফলিত হবে সেই গণনা পদ্ধতি উক্ত সূচকের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি ব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হল:

সমষ্টি ও গড়: ধরা যাক কোন সরকারি অফিস কর্তৃক চারটি ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা যথাক্রমে ১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ সরকারি অফিস বছরে সর্বমোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে এপিএ'র বার্ষিক অর্জন হিসাবে প্রদর্শন করতে চাইলে গণনা পদ্ধতি 'সমষ্টি' নির্ধারণ করবে। এই পদ্ধতিতে অর্জন হবে ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অপরদিকে ঐ অফিস যদি বার্ষিক অর্জন হিসাবে প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে প্রদর্শন করতে চায় তবে গণনা পদ্ধতি 'গড়' নির্ধারণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে অর্জন হবে (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্থাৎ প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে ২০ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজেট প্রাপ্তি ও কর্মসম্পাদনের সুবিধা বিবেচনায় 'গড়' অথবা 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। তবে যেসকল অর্জনকে শতকরা হারে অর্থাৎ percentage (%) এককে দেখানো হয় সেসকল সূচকের গণনা পদ্ধতি 'গড়' হওয়াই সমীচীন। এক্ষেত্রে 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে বছর শেষে অর্জন ১০০% এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তারিখ: যেসকল কাজ কোন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় সেসকল কাজের গণনা পদ্ধতি তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে একই তারিখ প্রদান করতে হবে এবং সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তারিখই চূড়ান্ত বার্ষিক অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ক্রমপুঞ্জিভূতঃ এই গণনা পদ্ধতি 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতির মতোই তবে এক্ষেত্রে পূর্বের ত্রৈমাসিকের অর্জন পরবর্তী ত্রৈমাসিকের অর্জনের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্যই চূড়ান্ত অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে। ধরা যাক কোন সূচকের বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিকে অর্জন ৫, ২য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ৩, ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ৪ এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন ৬। ক্রমপুঞ্জিভূত গণনা পদ্ধতির আওতায় এক্ষেত্রে ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন হবে ৫, ২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন ১ম ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ৩+৫=৮ হবে, ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ২য় ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ৮+৪=১২ হবে এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন ৩য় ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ১২+৬=১৮ হবে। এক্ষেত্রে বার্ষিক অর্জন হবে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের অর্জন অর্থাৎ ১৮। উল্লেখ্য, APAMS সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিভূত গণনা পদ্ধতি প্রয়োগের সময় সকল ক্যালকুলেশন ম্যানুয়ালি সফ্‌টওয়্যারে প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ এই গণনা পদ্ধতি সিলেক্ট করলে সফ্‌টওয়্যার নিজ হতে কোন ক্যালকুলেশন করে না; তবে ২য় ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্য অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি হিসাবে এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত অর্জন হিসাবে বিবেচনা করে।

কলাম ৬: একক

কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের একক (unit) এই কলামে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম ৭: কর্মসম্পাদন সূচকের মান

কোন কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে একাধিক কার্যক্রম থাকলে প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক থাকবে এবং প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের একটি নির্ধারিত মান থাকবে। বিভিন্ন

কর্মসম্পাদন সূচকের মান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সবগুলি কর্মসম্পাদন সূচকের মোট মান সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত মানের সমান হয়।

কলাম-৮ ও ৯: এই কলামদ্বয়ে যথাক্রমে বিগত দুই অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করতে হবে। বিগত বছরের এপিএ'র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদর্শিত প্রকৃত অর্জনের সঙ্গে কলাম ৮-এ প্রদর্শিত প্রকৃত অর্জনের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

কলাম-১০-১৪: লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক

লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কর্মসম্পাদন (performance) উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সুতরাং লক্ষ্যমাত্রা একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে নিম্নরূপ ৫ দফা স্কেলে বিন্যস্ত করতে হবে:

অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরের অর্জনকে চলতিমান বিবেচনা করে আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির 'চলতি মান' কলামে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত অর্জনের চেয়ে কম কোনো অর্জন 'চলতি মানের নিম্নে'র কলামে উল্লেখ করতে হবে। কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ গাণিতিকভাবে নির্ধারিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ কোন কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৬০% এর কলামে লক্ষ্যমাত্রা ৬ নিরুপণ করা হলে ৭০% এর কলামে তা ৭ নির্ধারণ না করে ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ নির্ধারণ করা যেতে পারে। স্কেলে উল্লিখিত শতকরা নম্বর কেবলমাত্র কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, কোন কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ৬০%-এর নিচে হলে প্রাপ্ত মান ০ (শূন্য) ধরা হবে । লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত অর্জন ও অর্জনের প্রবৃদ্ধি, অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ, সংশ্লিষ্ট অফিসের সক্ষমতা এবং বিরাজমান বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে।

কলাম-১৫ ও ১৬: বিবেচ্য অর্থবছরের পরবর্তী দুই অর্থবছরের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা কলাম ১৫ ও ১৬-এ প্রদর্শন করতে হবে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা লিখতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরসমূহের প্রকৃত অর্জনের স্থাএ সামঞ্জস্য রেখে প্রক্ষেপন নির্ধারণ করতে হবে।

৬ সংযোজনী-১: শব্দসংক্ষেপ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ সংযোজনী-১ এ সন্নিবেশ করতে হবে। শব্দসংক্ষেপ বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী শব্দসংক্ষেপের জন্য পৃথক সারণী প্রস্তুত করতে হবে।

৭ সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

সংযোজনী-২ এর কলাম-২ ও ৩ এর কার্যক্রম ও সূচকসমূহ সেকশন-৩ এর অনুরূপ হবে। কলাম-৪ এ উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগের নাম উল্লেখ করতে হবে। কলাম-৫ এ প্রতিটি সূচকের অর্জনের সপক্ষে কী প্রমাণক প্রদান করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

৮ সংযোজনী-৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কতিপয় ক্ষেত্রে কোন কোন সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সফলতা সরকারের অন্য এক বা একাধিক অফিসের কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে দল হিসাবে কাজ করতে হয়; একক কোন প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয়। এসকল কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নেবে। অন্য সরকারি অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহায়তা এবং কতিপয় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের সফলতার ক্ষেত্রে অন্য সরকারি অফিসের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি সংযোজনী-৩ এ উল্লেখ করতে হবে।

৯ সংযোজনী ৪-৮: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

সংযোজনী ০৪ হতে ০৮ পর্যন্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। দপ্তর/সংস্থা শুধুমাত্র প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএ-তে সংযুক্ত করতে হবে।

পরিশিষ্ট ‘গ’

এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক

দপ্তর/সংস্থার নামঃ ________________________

(মোট সূচকের সংখ্যাঃ ____, সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত সূচকের সংখ্যাঃ _____)

	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪					সংশোধনের যৌক্তিকতা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
বিদ্যমান										
প্রস্তাবিত										

পরিশিষ্ট ‘ঘ’

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রমাণক নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশাবলী

১) প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

২) কোনো সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করা না হলে সূচকটিতে অর্জন নেই মর্মে বিবেচিত হবে;

৩) সকল প্রমাণকে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে; স্বাক্ষরবিহীন প্রমাণক বিবেচনা করা হবে না;

৪) যে সমস্ত সূচকের প্রমাণকের সংখ্যা/পরিমাণ অনেক বেশি সে সমস্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটা সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

৫) দাবীকৃত অর্জনের সঙ্গে প্রমাণক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৭) সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহের (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) প্রমাণক এপিএ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তৈরি করতে হবে এবং উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করতে হবে;

৮) প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী স্ব স্ব অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। উর্ধ্বতন অফিস প্রয়োজনে যেকোনো সূচকের বিস্তারিত প্রমাণক চাইতে পারবে;

৯) বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের সময় একটি সূচকের পুরো বছরের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক একত্রে (ষান্মাসিক বা অন্য ত্রৈমাসিকে দাখিল করা হলেও) দাখিল করতে হবে।

এপিএএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত

১০) সম্প্রতি এপিএএমএস সফটওয়্যারে প্রমাণকের সবোর্চ্চ আকার ২ মেগাবাইটের স্থলে ৫ মেগাবাইট নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সবোর্চ্চ ৫ মেগাবাইট পর্যন্ত প্রমাণক দাখিল করা যাবে; এর বেশি সাইজের কোন প্রমাণকের ক্ষেত্রে অর্জনের একটি সামারি শিট প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে;

১১) স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন সফটওয়্যারে দাখিলের ক্ষেত্রে সকল প্রমাণক এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। সফটওয়্যার ব্যতীত অন্যকোনো মাধ্যমে প্রমাণক প্রেরণ করা যাবেনা;

১২) একটি সূচকের প্রমাণকে একাধিক ডকুমেন্ট থাকলে তা সমন্বিত করে একটি পিডিএফ আকারে আপলোড করতে হবে;

প্রকল্প সংক্রান্ত

১৩) প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সকল সূচকের প্রমাণক হিসাবে অর্জনের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ‘প্রকল্প-পরিচালকের’ প্রত্যয়ন-পত্র এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী প্রদান করতে হবে। কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সূচকের চূড়ান্ত অর্জন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং অর্জনের ‘অঙ্গাভিত্তিক বিবরণ’ দাখিল করতে হবে;

১৪) যদি যৌক্তিক কারণে কোনো প্রকল্পের PSC/PIC সভা জুন মাসে আয়োজন করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ঐ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে আয়োজিত PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী (ঐ সময় পর্যন্ত অর্জনের সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ) এবং অর্থবছর শেষে অর্জনের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প-পরিচালকের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

আওতাধীন অফিসের মাধ্যমে অর্জিতব্য সূচকসমূহ

১৫) যেসকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা আওতাধীন কোনো অফিসের মাধ্যমে অর্জিত হবে সেসকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

সভা/অনলাইন সভা/ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন

১৬) একটি সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে ঐ সভার কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে কার্যবিবরণী দাখিল করা সম্ভব না হলে রেকর্ড নোটস অব ডিসকাশন দাখিল করতে হবে;

১৭) একাধিক সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের তারিখ, বিষয়বস্তুর বিবরণ, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। সকল সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

১৮) ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশের/নোটিশের কপি এবং কার্যবিবরণী/প্রসিডিং/রেকর্ড অফ নোটস্ দাখিল করতে হবে;

সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১৯) একটি সভা হয়ে থাকলে ঐ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

২০) বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত (সভার তারিখ, গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা, বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা) তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রস্তুত রাখতে হবে। কার্যবিবরণীতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/সেমিনার/ Learning Session সংক্রান্ত

২১) একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণকে একাধিক সূচকের প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপন করা যাবেনা;

২২) প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন-এর তারিখ, বিষয়বস্তুর বিবরণ, ব্যয়িত জনঘন্টা, প্রশিক্ষণার্থীর/অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে;

পরিদর্শন/তদারকি

২৩) পরিদর্শন/তদারকির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দাবী করা হলে এরূপ পরিদর্শন/তদারকির তথ্য সম্বলিত (পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনের স্থান/সাইট/অফিসের নাম, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী) একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সকল পরিদর্শন/তদারকি প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে;

পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

২৪) পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়নের হার সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত (পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী, প্রদত্ত সুপারিশের সংখ্যা, বাস্তবায়িত সুপারিশের সংখ্যা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পরিদর্শনকৃত অফিস হতে প্রেরিত প্রতিপালন প্রতিবেদনের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে;

দিবস পালন/উদযাপন সংক্রান্ত

২৫) দিবস পালন/উদযাপনের প্রমাণক হিসাবে দিবস পালন/উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

২৬) অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

২৭) দেশে/বিদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জিও'র কপি, একাধিক জিও হলে অনুষ্ঠানের ধরণ, স্থান, অনুষ্ঠানের তারিখ এবং জিও'র তারিখ ও স্মারক নম্বর উল্লেখপূর্বক সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইভেন্টে অংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট স্থিরচিত্র/ভিডিও/প্রকাশনা/প্রতিবেদন ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা সংক্রান্ত

২৮) গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষার শিরোনাম, গবেষক/ প্রতিবেদক/ জরিপকারক/সমীক্ষাকারীর নাম, গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা শুরু এবং সমাপ্তির তারিখ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) উল্লেখপূর্বক একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে;

প্রকাশনা সংক্রান্ত (হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি ইত্যাদি)

২৯) প্রতিটি প্রকাশনা সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণকে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকাশের তারিখ উল্লেখ ব্যতীত প্রকাশনা সংক্রান্ত কোন প্রমাণক গ্রহণ করা হবে না;

৩০) একটি হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রকাশনা হলে প্রকাশনাটির কপি দাখিল করতে হবে। প্রকাশনাটির আকার ৫ মেগাবাইটের বেশি হলে সেক্ষেত্রে প্রকাশনাটির প্রথম এক/দুই পৃষ্ঠার ছবি (প্রকাশকাল উল্লেখসহ) এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত একটি statement দাখিল করতে হবে;

৩১) একাধিক হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি প্রকাশ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতির তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতির শিরোনাম, প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করতে হবে;

৩২) অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রে ওয়েবলিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে;

ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত

৩৩) নির্ধারিত তারিখে কোন ডকুমেন্ট (নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে ডকুমেন্টটি যে তারিখে ওয়েবসাইটে/ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে সে তারিখের উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অংশের স্ক্রিনশট দাখিল করতে হবে এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে;

ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদ সংক্রান্ত

৩৪) ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে (সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) কত তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে, পূর্বে কী ছিল, কী কী বিষয় হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবলিংক উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

আবেদনের ভিত্তিতে প্রদত্ত সেবা

৩৫) নির্ধারিত কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ পরামর্শ সেবা/বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ইত্যাদি) প্রমাণক হিসাবে একটি স্বাক্ষরিত সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে প্রদত্ত সেবার নাম, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ, নিষ্পত্তির তারিখ ও কত কার্যদিবসে আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে;

৩৬) তবে বহুসংখ্যক আবেদনের ক্ষেত্রে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে ঐ সেবাটির প্রযোজ্যক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা, বিভাগ/জেলা/উপজেলা, মাসভিত্তিক বিবরণী (নিষ্পত্তির গড় সময় উল্লেখসহ) উল্লেখ থাকতে হবে;

৩৭) শতকরার ভিত্তিতে আবেদন নিষ্পত্তির হার সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে মাসভিত্তিক প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির হার সামারি শিটে উল্লেখ করতে হবে;

৩৮) যে সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে System Generated Report পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে এরুপ রিপোর্ট প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে;

নিয়োগ সংক্রান্ত

৩৯) নিয়োগ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে শূন্য পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা, পূরণকৃত পদের সংখ্যা এবং নিয়োগ আদেশের তারিখ ও স্মারক নম্বর উল্লেখ করে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

বাজেট সংক্রান্ত

৪০) সরকারি ব্যয়/জিডিপি-র শতকরা হার/ বাজেট ঘাটতি ইত্যাদি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে System generated iBAS++ report দাখিল করতে হবে। iBAS++ রিপোর্ট না পাওয়া গেলে বাজেট বরাদ্দ, বাজেট ব্যয়, উদ্বৃত্ত/ঘাটতির তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

ভাতা/সেবা প্রদান

৪১) ভাতা/সেবা প্রদান সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলাভিত্তিক ভাতা/সেবার নাম, ভাতা/সেবা প্রাপ্তদের সংখ্যা, ভাতা/সেবা প্রদানের তারিখ প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে ভাতা/সেবা গ্রহীতাদের নাম-ঠিকানা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংরক্ষণ করতে হবে;

ভৌত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (প্রকল্প ব্যতীত)

৪২) ভৌত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (প্রকল্প ব্যতীত) বিষয়ক দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। আংশিক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলে কতটুকু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত

৪৩) সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার/এ্যাপসের নাম, লিঙ্ক, ডেভেলপ করার তারিখ সম্বলিত এবং সফটওয়্যার/এ্যাপসসমূহ কার্যকর রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

কার্যক্রম/সেবা চালুকরণ সংক্রান্ত

৪৪) কার্যক্রম/সেবা চালুকরণ (মিড-ডে মিল, ই-পাসপোর্ট, এনরোলমেন্ট ইউনিট ইত্যাদি) সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। কার্যক্রম/সেবাটি কার্যকর রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়নও এতৎসঙ্গে দাখিল করতে হবে;

৪৫) এ ধরনের কার্যক্রম/সেবা একাধিক হলে চালুকৃত কার্যক্রম/সেবার নাম, চালুকরণের স্থান ও তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ করে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত

৪৬) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা হলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পত্রের কপি দাখিল করতে হবে;

৪৭) একাধিক দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি হয়ে থাকলে নিষ্পত্তির তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা, উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা, নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা, নিষ্পত্তিকরণ পত্রের স্মারক নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে;

অন্যান্য সূচকের ক্ষেত্রে

৪৮) এছাড়া দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ভূক্ত সূচকের ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রমাণস্বরুপ যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হবে। প্রমাণকের বিষয়ে যেকোনো প্রকার অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিসের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে।

তৃতীয় অংশ

মাঠ পর্যায়ের (বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা) অফিসসমূহের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
	৩য় অংশ- মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য	
৩.১	মাঠ পর্যায়ের অফিসে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(এপিএ) প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি	৯০
৩.২	মাঠ পর্যায়ের অফিসে এপিএ টিম গঠন	৯৫
৩.৩	মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ ক্যালেন্ডার	৯৬
৩.৪	মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ ব্যবস্থাপনা	৯৬
	পরিশিষ্ট কঃ মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ কাঠামো	৯৯
	পরিশিষ্ট খঃ এপিএ'র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া	১১২
	পরিশিষ্ট গঃ এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক	১১৭
	পরিশিষ্ট ঘঃ এপিএ প্রমাণক নির্দেশিকা	১১৮

তৃতীয় অংশ

মাঠ পর্যায়ের (বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা) অফিসসমূহের এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

৩.১ মাঠ পর্যায়ের অফিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নে সাধারণ নির্দেশাবলি

ক) এপিএ'র কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. এপিএ'র প্রতিটি কার্যক্রম ও কর্মসম্পাদন সূচক যথাসম্ভব ফলাফলধর্মী হতে হবে;

২. এপিএ-তে চ্যালেঞ্জিং, উদ্ভাবনমুখী, নাগরিক-সেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; এক্ষেত্রে প্রতিটি কার্যক্রম/সূচকের গুণগত মান বিবেচনায় চূড়ান্ত মূল্যায়নে নম্বর প্রদান করা হবে; এই নির্দেশিকার মূল্যায়ন অংশে (ছ-১ অনুচ্ছেদে) এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে;

৩. **চলমান বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি এপিএ-তে পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন গুরুত্বপূর্ণ নতুন কাজ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে;**

৪. নিজ এবং আওতাধীন অফিসের শূন্যপদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট অফিসের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৫. আইন/বিধি এবং নিজস্ব কার্যতালিকা অনুযায়ী অফিসসমূহকে এপিএ-তে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে;

৬. উর্ধ্বতন অফিস কর্তৃক প্রণীত নীতি/আইন/ কৌশল/পরিকল্পনা এবং অন্য কোনো নির্দেশনার (যদি থাকে) আলোকে নিজ এপিএ'র কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে;

৭. বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৮. গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের (যদি থাকে) প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৯. কার্যক্রম নির্ধারণে বিগত বছরগুলির ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব বজায় রাখতে হবে;

১০. আওতাধীন অফিসের কার্যক্রমের সামাগ্রিক প্রতিফলন নিজ অফিসের এপিএ-তে থাকতে হবে;

১১. যাদের কোনো আওতাধীন অফিস নেই, তাদের স্ব স্ব অংশীজনদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে; (উদাহরণঃ অন্য কোনো সরকারি/বেসরকারি অফিসকে প্রদত্ত সেবা);

১২. আওতাধীন অফিসের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ নিজ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৩. বাজেট বরাদ্দ হ্রাসের ক্ষেত্রে আওতাধীন অফিসের কার্যক্রম অনলাইনে পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে এবং তা নিজ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে অনলাইনে পরিবীক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে;

১৪. নিজ অফিসের উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সক্ষমতা উন্নয়নসহ সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন এপিএ-তে থাকবে;

১৫. আওতাধীন অফিসের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাধ্যমে প্রদত্ত নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবামূলক কার্যক্রম সামষ্টিক আকারে এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করবে;

১৬. এপিএ প্রণয়নে প্রত্যেক অফিস তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করবে এবং রুটিনধর্মী ও ক্ষুদ্র কাজসমূহের উল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করবে;

১৭. এপিএ-তে সর্বোচ্চ ০৪ (চার)টি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র এবং সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ)টি কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা যাবে; তবে সূচকের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত রেখে শুধুমাত্র ফলাফলধর্মী (Performance-based) কার্যক্রম উল্লেখ করাই বাঞ্চনীয়; এবং

১৮. এপিএ-তে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

খ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. এপিএতে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে হবে; চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে;

২. একটি কার্যক্রম বা লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং কিনা তা কাজের ব্যাপকতা, কর্মসম্পাদনে প্রতিকূলতা, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ তথা সামগ্রিক প্রয়াস ইত্যাদি পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করা হবে;

৩. প্রত্যেক অফিস অর্থবছরের শুরুতেই এপিএ-তে উল্লেখিত কোন কোন লক্ষ্যমাত্রা চ্যালেঞ্জিং তার যৌক্তিকতাসহ বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করবে;

৪. এপিএ-তে উল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৫. এপিএ'র খসড়া প্রণয়নের সময়েই প্রতিটি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্ভাব্য বাজেট বরাদ্দের সংযোগ স্থাপন করে নিতে হবে;

৬. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (যদি থাকে) এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং এডিপি-তে বরাদ্দকৃত বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে;

৭. এপিএ'তে উল্লিখিত সেবাধর্মী কার্যক্রমে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেনস চার্টারে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করতে হবে;

৮. একই কার্যক্রমের পূর্ববর্তী বছরসমূহের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে নতুন অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; এক্ষেত্রে সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে যথাসম্ভব উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে হবে; এবং

৯. কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস ব্যতীত বিগত অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করা যাবে না।

গ) এপিএ প্রণয়নে বিবেচ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ

১. মাঠ পর্যায়ের এপিএ'র কাঠামোগত বিষয়সমূহে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি;

২. মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ'র কাঠামো এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- ক (পৃষ্ঠা নং ৯৯)** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

৩. এপিএ'র বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া এই নির্দেশিকার **পরিশিষ্ট- খ (পৃষ্ঠা নং ১১২)** তে উল্লেখ করা হয়েছে; উক্ত অংশে বর্ণিত নিয়মাবলির আলোকে এপিএ প্রস্তুত করতে হবে;

৪. প্রতিটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের আওতায় কমপক্ষে একটি করে ফলাফল/প্রভাব (Outcome Indicator) সেকশন ২-এর ১ম কলামে উল্লেখ করতে হবে;

৫. সেকশন ২-এ ফলাফল/প্রভাব সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধভাবে লিখতে হবে;

৬. **সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ০৫টি কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা হতে প্রকাশ করা হবে;**

৭. আওতাধীন যে সকল অফিস এখনো এপিএ স্বাক্ষর করে না, তাদেরকে এপিএ'র আওতায় নিয়ে আসতে হবে; প্রতিটি অফিস তার আওতাধীন সর্বশেষ পর্যায়ের অফিস/Last Service Point- এ (উদাহরণস্বরূপঃ উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিস) এপিএ স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৮. এপিএ স্বাক্ষরকারী সকল অফিসকে এপিএএমএস সফটওয়্যারের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) এপিএ চূড়ান্তকরণ ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রণীত এপিএ নির্দেশিকা অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ টিমের সদস্যগণ/ফোকাল পয়েন্টগণ এপিএ'র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করবে। খসড়া প্রস্তুতের সময় আবশ্যিকভাবে নিজ অফিস এবং আওতাধীন অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে;

২. খসড়াটিতে অফিস প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন অফিস খসড়াটি পর্যালোচনা করে ফিডব্যাক/মতামত প্রদান করবে;

৪. ঊর্ধ্বতন অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ফিডব্যাক/মতামত অনুযায়ী খসড়া এপিএ সংশোধন করে তা চূড়ান্ত করতে হবে;

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএএমএস সফটওয়্যারে আপলোড করা আছে। মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস আপলোডকৃত কর্মপরিকল্পনাসমূহের মধ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ডাউনলোড ও সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করে এপিএএমএস সফটওয়্যারে পুনরায় আপলোড করতে হবে;

৬. চূড়ান্ত এপিএ'র (কর্মপরিকল্পনাসহ) মোট তিন সেট ঊর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করতে হবে; এর মধ্যে এক সেট এপিএ'র প্রতিটি পাতায় এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর থাকবে;

৭. ঊর্ধ্বতন অফিস সংশ্লিষ্ট অধস্তন অফিসের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং স্বাক্ষরিত এপিএ'র একটি কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ করবে; এবং

৮. এপিএ স্বাক্ষরের তারিখ হতে ০৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি অফিসকে স্ব স্ব ওয়েবসাইটের এপিএ সেবা বক্সে স্বাক্ষরিত এপিএ আপলোড করতে হবে।

ঙ) এপিএ সংশোধন সংক্রান্ত

১. মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তিতে উল্লিখিত কোনো কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে

উর্ধ্বতন অফিসের নিকট উপযুক্ত যৌক্তিকতা উল্লেখসহ সংশোধনের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট- গ (পৃষ্ঠা নং ১১৭)** মোতাবেক হার্ড কপিতে প্রেরণ করবে;

২. এপিএ ক্যালেন্ডারে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি অফিস এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে। সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনো সংশোধন প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না;

৩. এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সকল কর্মসম্পাদন সূচকের (আবশ্যিক অংশ/সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র ব্যতীত) সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত সূচকের পরিবর্তনের প্রস্তাব যৌক্তিক ক্ষেত্রে প্রেরণ করা যাবে;

৪. করণিক ভুল, গণনাপদ্ধতিজনিত ভুল সংশোধনের প্রস্তাব নির্ধারিত শতকরা ১০ ভাগের আওতামুক্ত থাকবে; এবং

৫. উর্ধ্বতন অফিস যৌক্তিকতা বিবেচনায় এপিএ সংশোধনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

চ) এপিএ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত

১. প্রতিটি অফিসকে সারা বছরব্যাপী নিজ অফিসের কার্যক্রম এবং আওতাধীন অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ করতে হবে;

২. এপিএ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের সাথে সাথে সারা বছরব্যাপী প্রমানক সংগ্রহ ও যাচাই এবং প্রমাণক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ/ফোকাল পয়েন্টসগণ বিশেষ গুরুত্বারোপ করবেন;

৩. প্রতিটি ত্রৈমাসিক শেষে প্রতিটি অফিসের এপিএ টিম এপিএ বাস্তবায়ন ও অর্জন বিষয়ে আলোচনা করবে ও প্রমাণক যাচাই করবে;

৪. এপিএ'র প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন নিশ্চিত ও প্রমাণক যাচাই শেষে এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ উর্ধ্বতন অফিসে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

৫. এপিএএমএস সফটওয়্যারে ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মন্তব্য কলামে আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৬. প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন অফিস প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ অর্থবছরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি/ফলাফলের একটি অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করবে;

৮. উর্ধ্বতন অফিস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) আওতাধীন অফিসের এপিএ'র অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান করবে; এবং

৯. যে সকল কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি কম বা অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হবে, সে সকল সূচকের শতভাগ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এপিএ টিম উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ছ) এপিএ মূল্যায়ন সংক্রান্ত

১. ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে এপিএ'র মূল্যায়নে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করলেই পূর্ণনম্বর পাওয়া যাবে না; বরং কার্যক্রমটি কতটা গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে

নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে তাও বিবেচনায় নেয়া হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ কার্যক্রমের গুণগতমান নির্ধারণে নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

ক) কাজটি মানসম্মতভাবে সম্পাদন করা হয়েছে; কাজের গুণগত মানের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন অফিসের সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যালোচনা এবং বা অন্য কোনো সরকারি সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য/অভিমত;

খ) চ্যালেঞ্জিং, উদ্ভাবনমুখী, নাগরিকসেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে;

গ) ‘সফট টার্গেট’ বা সহজ লক্ষ্যমাত্রা পরিহার করা হয়েছে; এবং

ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত স্বমূল্যায়নে প্রমাণক বিষয়ক নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে;

২. কোন কার্যক্রম বা সূচকের অর্জনের (আংশিক বা পূর্ণ) গুণগতমান সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী অফিস সারা বছর জুড়ে পরিদর্শনসহ অন্যান্য উপায়ে যাচাই করবে;

৩. মাঠ পর্যায়ের এপিএ মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে; চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্তভাবে গ্রেডসমূহ নির্ধারণ করা হবে;

চূড়ান্ত মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	গ্রেড
৯৫% এবং তদুর্ধ্ব	এ
৯০%-৯৪%	বি
৮০%-৮৯%	সি
৭০%-৭৯%	ডি
৭০% এর নিচে	ই

৪. এপিএ মূল্যায়নের অন্যান্য নির্দেশনাসহ প্রমাণক নির্দেশিকা **পরিশিষ্ট- ঘ (পৃষ্ঠা নং ১১৮)**-এ প্রদান করা হয়েছে; উক্ত নির্দেশনার আলোকে স্ব-মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে;

৫. প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

৬. কোনো সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করা না হলে সূচকটিতে অর্জন নেই মর্মে বিবেচিত হবে;

৭. সকল প্রমাণকে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে; স্বাক্ষরবিহীন প্রমাণক বিবেচনা করা হবে না;

৮. যে সমস্ত সূচকের প্রমাণকের সংখ্যা/পরিমাণ অনেক বেশি সে সমস্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটা সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

৯. দাবীকৃত অর্জনের সঙ্গে প্রমাণক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

১০. সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহের (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) প্রমাণক সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তৈরি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করতে হবে;

১১. প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী স্ব স্ব অফিস/আওতাধীন অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। উর্ধ্বতন অফিস প্রয়োজনে যেকোনো সূচকের বিস্তারিত প্রমাণক চাইতে পারবে;

১২. প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের ওয়েবসাইটে বা ক্লাউড ড্রাইভে (উদাহরণস্বরূপ গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ ইত্যাদি) আপলোড করে তার লিংক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করা যাবে; এবং

১৩. বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের সময় একটি সূচকের পুরো বছরের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক একত্রে (ষান্মাসিক বা অন্য ত্রৈমাসিকে দাখিল করা হলেও) দাখিল করতে হবে।

৩.২ মাঠ পর্যায়ের অফিসে এপিএ টিম গঠন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ের অফিস ছাড়া মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য অফিসে একটি এপিএ টিম থাকবে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে শুধু এপিএ ফোকাল পয়েন্ট (অফিস প্রধান বা অন্য কোনো কর্মকর্তা হতে পারেন) থাকবে। জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ এপিএ টিম গঠনের সময় উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিসের অফিস প্রধান/ফোকাল পয়েন্টকে টিমে অন্তর্ভুক্ত করবে। প্রত্যেকটি অফিসকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে এ টিম গঠন করতে হবে। এপিএ টিমের সদস্যদের মধ্যে একজন টিম লিডার (তুলনামূলকভাবে জ্যেষ্ঠ) ও একজন ফোকাল পয়েন্ট হবেন। এপিএ টিম লিডার, টিমের সদস্যদের মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবেন, এপিএ টিমের সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এবং এপিএ'র অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে অবহিত রাখবেন। এপিএ টিম অর্থবছরের প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবেন, এপিএএমএস সফ্টওয়্যারের পাসওয়ার্ড ও ইউজার আইডি সংরক্ষণ করবেন, উর্ধ্বতন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৩.২.১ মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ টিমের দায়িত্ব

- খসড়া এপিএ প্রণয়ন করা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা;
- প্রতি দুই মাসে একবার এপিএ'র অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- নিজস্ব কার্যক্রম এবং আওতাধীন অফিসের এপিএ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;
- এপিএ'র সংশোধন (যদি থাকে) প্রস্তাব নির্ধারিত ফরম্যাটে উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ;
- প্রতি ত্রৈমাসিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ;
- অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির প্রমাণক সংরক্ষণ;
- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত, প্রমাণকের যথার্থতা যাচাই ও সংরক্ষণ এবং অফিস প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ;
- এপিএএমএস সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে এপিএ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- আওতাধীন অফিসের (যদি থাকে) এপিএ চূড়ান্ত করা, এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন, অর্ধবার্ষিক অগ্রগতির বিষয়ে ফিডব্যাক প্রদান ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা;
- এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা; এবং
- এপিএ ক্যালেন্ডার ও নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল কাজ সম্পাদন।

৩.৩ মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ ক্যালেন্ডার

৩. এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর	
কার্যক্রম	**সময়সীমা**
খসড়া এপিএ উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ	১৫ এপ্রিল
উর্ধ্বতন অফিসের মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন করে চূড়ান্ত এপিএ এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিস প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করে উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ	৩০ মে
মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ স্বাক্ষরের তারিখ	৩০ জুন
এপিএ সংশোধন	
মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে সংশোধনের প্রস্তাব উর্ধ্বতন অফিসে যৌক্তিকতাসহ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ	১৫ সেপ্টেম্বর
উর্ধ্বতন অফিস কর্তৃক এপিএ সংশোধন (প্রাপ্ত প্রস্তাব অনুযায়ী)	৩০ অক্টোবর
এপিএ পরিবীক্ষণ	
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ	১৫ অক্টোবর, ১৫ জানুয়ারি, ১৫ এপ্রিল
উর্ধ্বতন অফিস কর্তৃক এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফিডব্যাক প্রদান	৩০ জানুয়ারি

এপিএ মূল্যায়ন	
স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ	১০ জুলাই
উর্ধ্বতন অফিস কর্তৃক এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশ	৩০ আগষ্ট

৩.৪ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের এপিএ ব্যবস্থাপনা

আওতাধীন অফিসের এপিএ যথাযথভাবে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবেঃ

৩০. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৩-২৪' আওতাধীন সকল অফিসকে অবহিত করবে;

৩১. আওতাধীন অফিসের এপিএ'তে সংস্কারমূলক, জনসেবার মান উন্নয়নমূলক, চ্যালেঞ্জিং ও মানসম্পন্ন কার্যক্রম, সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিশ্চিত করবে;

৩২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আওতাধীন অফিস যেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি/পরিকল্পনা, নিজস্ব কার্যক্রম/উর্ধ্বতন অফিসের নির্দেশনার আলোকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খসড়া এপিএ প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৩৩. আওতাধীন অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া এপিএ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিস মতামত প্রদান করবে;

৩৪. নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন মানসম্পন্ন হচ্ছে কি না তা যাচাই করবে;

৩৫. প্রদত্ত মতামত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে আওতাধীন অফিস এপিএ দাখিল করলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য ঊর্ধ্বতন অফিস উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৩৬. ঊর্ধ্বতন অফিস সারা বছরব্যাপী আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও প্রমাণক ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণ করবে;

৩৭. আওতাধীন অফিসের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ সংশোধনের প্রয়োজন হলে এই নির্দেশিকায় এপিএ সংশোধন বিষয়ে বর্ণিত নিয়মাবলি ও ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

৩৮. আওতাধীন অফিসের এপিএ-তে উল্লেখিত কোনো কার্যক্রম অর্জনে বাধাগ্রস্থ হলে ঊর্ধ্বতন অফিস তার কারণ চিহ্নিতকরণ ও তা উত্তরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে;

৩৯. আওতাধীন অফিসের কর্তৃক নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল করা হচ্ছে কিনা তা ঊর্ধ্বতন অফিস নিশ্চিত করবে;

৪০. ঊর্ধ্বতন অফিস তার আওতাধীন অফিসের এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান করবে এবং সে অনুযায়ী আওতাধীন অফিস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে;

৪১. আওতাধীন অফিসের জন্য প্রযোজ্য মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে ঊর্ধ্বতন অফিস তার আওতাধীন সকল অফিসের এপিএ চূড়ান্ত মূলায়ন করবে; এবং

৪২. ঊর্ধ্বতন অফিস এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আওতাধীন অফিসের এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং এবং সর্বোচ্চ তিনটি আওতাধীন অফিসকে এপিএ বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট (আর্থিক নয়) ইত্যাদির মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করবে।

৪৩. যে সকল ঊর্ধ্বতন অফিসের আওতাধীন অফিস নেই তারা উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজ অফিসে বাস্তবায়ন করবে।

ঊর্ধ্বতন অফিসসমূহ নিম্নে বর্ণিত এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের অধস্তন অফিসের এপিএ কার্যক্রম সম্পাদন করবে:

৩. এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর	
কার্যক্রম	**সময়সীমা**
অধস্তন অফিস কর্তৃক প্রেরিত খসড়া এপিএতে মতামত প্রদান	১০ মে
আওতাধীন অধস্তন অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন অফিসের এপিএ স্বাক্ষর	৩০ জুন
এপিএ সংশোধন	
অধস্তন অফিস হতে প্রেরিত এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব যাচাই	২৫ সেপ্টেম্বর
অধস্তন অফিসের এপিএ সংশোধন (সংশ্লিষ্ট অফিসের নিজ এপিএ সংশোধনের পরে)	০২ নভেম্বর
এপিএ পরিবীক্ষণ	
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান	২০ অক্টোবর, ২০ জানুয়ারী, ২০ এপ্রিল
অধস্তন অফিসের এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক ফলাবর্তক প্রদান	৩০ জানুয়ারী
এপিএ মূল্যায়ন	
অধস্তন অফিসের এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশ	৩০ আগস্ট

পরিশিষ্ট ‘ক’

মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এবং

(উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/ প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

(এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এবং

(উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম)

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প:

১.২ অভিলক্ষ্য:

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র):

১)

২)

৩)

৪)

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি: (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২৬
							২০২১-২২	২০২২-২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১]															
[২]															
[৩]															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	**৩০**	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									
		৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৪									
		৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									

১০৭

(এপিএ স্বাক্ষরের পাতা)

আমি, (এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম), হিসাবে (উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম) নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, (উর্ধ্বতন অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম) হিসাবে (এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের অফিস প্রধানের পদবী ও অফিসের নাম) এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

--------------------------------------- ----------------------------

এপিএ প্রস্তুতকারী কর্তৃপক্ষের পদবী তারিখ
অফিসের নাম

--------------------------------------- ---------------------------------

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পদবী তারিখ
অফিসের নাম

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী- ২

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১				
২				
৩				
৪				

সংযোজনী ৩

অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল

পরিশিষ্ট ‘খ’

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিভিন্ন সেকশন প্রস্তুত প্রক্রিয়া

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র, প্রস্তাবনা এবং নিম্নবর্ণিত সেকশন ও সংযোজনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

সেকশন ২: কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

মাঠ পর্যায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কাঠামো **পরিশিষ্ট ক**-তে সংযোজিত আছে। উক্ত কাঠামো অনুসরণ করে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত করবে। এসকল সেকশন ও সংযোজনী পূরণের প্রক্রিয়া নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১ কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কর্মসম্পাদনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এই অংশটি সংযোজন করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট অফিসের বিগত ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ, এসকল চ্যালেঞ্জ/সমস্যা উত্তরণে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে। সার্বিক চিত্র সুনির্দিষ্ট ও তথ্যবহুল কিন্তু যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২ প্রস্তাবনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শুরুতে একটি প্রস্তাবনা থাকবে, যাতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য, পক্ষসমূহ এবং চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জনের বিষয়ে তাদের সম্মত হওয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে।

৩ সেকশন-১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

রূপকল্প (Vision)

রূপকল্প মূলত একটি সরকারি অফিসের ভবিষ্যৎ আদর্শ অবস্থা (idealized state) নির্দেশ করে। রূপকল্প সাধারণত ৫-১০ বছর মেয়াদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ফলে অফিসের কাঠামোগত পরিবর্তন বা কাজের ধরন ব্যাপক পরিবর্তন ব্যতীত রূপকল্প বছর বছর পরিবর্তিত হবে না। একটি ভাল রূপকল্প সহজে পাঠযোগ্য ও বোধগম্য হবে। এটি কল্পনায় ধারণ করার মত সংক্ষিপ্ত ও জোরালো হবে যা গন্তব্য নির্দেশ করবে, কিন্তু এটি গন্তব্যে পৌঁছানোর পথনকশা নয়। রূপকল্প সরকারি কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীবিত করবে, যা একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং চ্যালেঞ্জিং হবে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

একটি সরকারি দপ্তর তার নির্দিষ্ট রূপকল্পটি কী ভাবে অর্জন করবে অভিলক্ষ্য মূলতঃ তাই নির্দেশ করে। অভিলক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে :

একটি দপ্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে,

- কী অর্জন করতে চায়;
- কীভাবে অর্জন করতে চায়; এবং
- কার জন্য অর্জন করতে চায় অর্থাৎ এর সম্ভাব্য উপকারভোগী কারা।

অভিলক্ষ্য অবশ্যই রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র বলতে নির্দিষ্ট সময়ে-স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি অফিস তার অধিক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন লক্ষ্য (development objectives) অর্জন করতে চায় সেগুলিকে বুঝাবে। দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে দুই ধরনের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র থাকবে। দপ্তর/সংস্থা সর্বোচ্চ ০৪ (চার) টি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে পারবে। সুশাসন/সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ০৫টি কর্মপরিকল্পনা যেমন শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন এপিএ-তে সংযুক্ত থাকবে যা দপ্তর/সংস্থার এপিএ-তে 'সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ' নামে পরিচিত হবে।

কার্যাবলি (Functions)

একটি সরকারি অফিসের প্রধান কার্যাবলি এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য ও সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি ও সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৪ সেকশন-২: কার্যক্রমসমূহের ফলাফল/প্রভাব

প্রতিটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের বিপরীতে কমপক্ষে একটি ফলাফল/প্রভাব সেকশন-২ তে উল্লেখ করতে হবে। সেকশন-২ এ দপ্তর/সংস্থাসমূহ সেকশন-৩ এ বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে (সাধারণত ৩-৫ বছর সময়ের মধ্যে) যে সকল ফলাফল (end result or outcome) অর্জন করতে চায় সেগুলি উল্লেখ করবে। এ সকল ফলাফল/প্রভাব ও লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই সরকারের কোনো না কোনো নীতি/পরিকল্পনা/দলিলের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। ফলাফল/প্রভাব সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ ও সময়াবদ্ধভাবে লিখতে হবে। রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যের ন্যায় ফলাফল/প্রভাবও বছর বছর পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ* : ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে; যেমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, নবনিয়োগকৃত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পদায়ন ইত্যাদি। এ সকল কার্যক্রম সেকশন ৩ এ লক্ষ্যমাত্রাসহ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমসমূহের ফলাফল/প্রভাব হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জনকে ফলাফল/প্রভাব হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এপিএ'র সেকশন-২ এ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্ম সম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০২৫ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত অনুপাত (১:৩০) অর্জন	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (১:৩০) অর্জিত	অনুপাত	১:৩৫	১:৩২	১:৩১	১:৩০	১:২৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

** এটি একটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস তার বাস্তব অবস্থা ও সুনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এই ছকে ব্যবহৃত তথ্য পরিবর্তন/সংশোধন করে উদাহরণটি এপিএ-তে ব্যবহার করতে পারে।

৫ সেকশন-৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কলাম-১: কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

সেকশন-১ এ বর্ণিত কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ সেকশন-৩ এর কলাম-১ এ উল্লেখ করতে হবে। কর্মসম্পাদন সর্বমোট ১০০ নম্বরের (weight) ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে। এই ১০০ নম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের অফিস কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহের জন্য ৭০ নম্বর এবং 'সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' এর জন্য ৩০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে।

কলাম-২: কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে, অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রের মান বেশি হবে এবং কম গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রের মান কম হবে। কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে মানবণ্টনের ক্ষেত্রে যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

কলাম-৩: কার্যক্রম

এপিএ'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ performenceধর্মী কার্যক্রম নির্ধারণ। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা/আইন/নীতি/সার্কুলার/প্রকল্পের আলোকে অর্থবছরের প্রদেয় বাজেট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র পূরণের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক তথা ফলাফলধর্মী কর্মসংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদান করে এরূপ কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিসের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাসময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করা এবং প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিগত অর্থবছরের এপিএ-তে উল্লেখ করা অসমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ পরের অর্থবছরের এপিএ-তে উল্লেখ থাকতে হবে। ক্ষুদ্র বা রুটিনধর্মী কাজ যেমন সভা/মেলা আয়োজন, পত্র জারি, পরিদর্শন ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিহার করে ফলাফলধর্মী কাজ যেমন প্রদত্ত জনসেবার মানোন্নয়ন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প সমাপ্তি, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

কলাম-৪: কর্মসম্পাদন সূচক

কলাম-৩ এ বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করতে হবে, যা দ্বারা বছর শেষে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ করা যাবে। কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কোন রকম দ্বৈততা পরিহার করা সমীচীন হবে।

কলাম-৫: গণনা পদ্ধতি

কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ করার চারটি পদ্ধতি এপিএ-তে উল্লেখ আছে; যথা- সমষ্টি, গড়, তারিখ ও ক্রমপুঞ্জিভূত। এপিএ প্রণয়নকালে কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রযোজ্য গণনা পদ্ধতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে হবে। একটি সূচকের সকল ত্রৈমাসিকের অর্জন যে গণনা পদ্ধতির মাধ্যমে বার্ষিক অর্জনে প্রতিফলিত হবে সেই গণনা পদ্ধতি উক্ত সূচকের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন গণনা পদ্ধতি ব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হল:

সমষ্টি ও গড়: ধরা যাক কোন সরকারি অফিস কর্তৃক চারটি ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা যথাক্রমে ১০, ১৫, ২০ ও ২৫। ঐ সরকারি অফিস বছরে সর্বমোট প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে এপিএ'র বার্ষিক অর্জন হিসাবে প্রদর্শন করতে চাইলে গণনা পদ্ধতি 'সমষ্টি' নির্ধারণ করবে। এই পদ্ধতিতে অর্জন হবে ১০+১৫+৩০+২৫=৮০। অপরদিকে ঐ অফিস যদি বার্ষিক অর্জন হিসাবে প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণকে প্রদর্শন করতে চায় তবে গণনা পদ্ধতি 'গড়' নির্ধারণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে অর্জন হবে (১০+১৫+৩০+২৫)/৪= ২০ অর্থাৎ প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে ২০ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজেট প্রাপ্তি ও কর্মসম্পাদনের সুবিধা বিবেচনায় 'গড়' অথবা 'সমষ্টি' গণনা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। তবে যেসকল অর্জনকে

শতকরা হারে অর্থাৎ percentage (%) এককে দেখানো হয় সেসকল সূচকের গণনা পদ্ধতি ‘গড়’ হওয়াই সমীচীন। এক্ষেত্রে ‘সমষ্টি’ গণনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে বছর শেষে অর্জন ১০০% এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তারিখ: যেসকল কাজ কোন নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় সেসকল কাজের গণনা পদ্ধতি তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে একই তারিখ প্রদান করতে হবে এবং সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তারিখই চূড়ান্ত বার্ষিক অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে।

ক্রমপুঞ্জিভুতঃ এই গণনা পদ্ধতি ‘সমষ্টি’ গণনা পদ্ধতির মতোই তবে এক্ষেত্রে পূর্বের ত্রৈমাসিকের অর্জন পরবর্তী ত্রৈমাসিকের অর্জনের সাথে যোগ করতে হবে। এভাবে সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্যই চূড়ান্ত অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে। ধরা যাক কোন সূচকের বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিকে অর্জন ৫, ২য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ৩, ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ৪ এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন ৬। ক্রমপুঞ্জিভূত গণনা পদ্ধতির আওতায় এক্ষেত্রে ১ম ত্রৈমাসিকের অর্জন হবে ৫, ২য় ত্রৈমাসিকের অর্জন ১ম ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ৩+৫=৮ হবে, ৩য় ত্রৈমাসিকে অর্জন ২য় ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ৮+৪=১২ হবে এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে অর্জন ৩য় ত্রৈমাসিকের সঙ্গে ক্রমপুঞ্জিভূত হয়ে ১২+৬=১৮ হবে। এক্ষেত্রে বার্ষিক অর্জন হবে ৪র্থ ত্রৈমাসিকের অর্জন অর্থাৎ ১৮। উল্লেখ্য, APAMS সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে ক্রমপুঞ্জিভূত গণনা পদ্ধতি প্রয়োগের সময় সকল ক্যালকুলেশন ম্যানুয়ালি সফ্‌টওয়্যারে প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ এই গণনা পদ্ধতি সিলেক্ট করলে সফ্‌টওয়্যার নিজ হতে কোন ক্যালকুলেশন করে না; তবে ২য় ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্য অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি হিসাবে এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে প্রদত্ত তথ্য চূড়ান্ত অর্জন হিসাবে বিবেচনা করে।

কলাম ৬: একক

কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা পরিমাপের একক (unit) এই কলামে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম ৭: কর্মসম্পাদন সূচকের মান

কোন কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের বিপরীতে একাধিক কার্যক্রম থাকলে প্রতিটি কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক কর্মসম্পাদন সূচক থাকবে এবং প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের একটি নির্ধারিত মান থাকবে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকের মান এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সবগুলি কর্মসম্পাদন সূচকের মোট মান সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে বরাদ্দকৃত মানের সমান হয়।

কলাম-৮ ও ৯: এই কলামদ্বয়ে যথাক্রমে বিগত দুই অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন উল্লেখ করতে হবে। বিগত বছরের এপিএ’র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদর্শিত প্রকৃত অর্জনের সঙ্গে কলাম ৮-এ প্রদর্শিত প্রকৃত অর্জনের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

কলাম-১০-১৪: লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক

লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে কর্মসম্পাদন (performance) উন্নয়নের চালিকাশক্তি। সুতরাং লক্ষ্যমাত্রা একইসঙ্গে অর্জনযোগ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে নিম্নরূপ ৫ দফা স্কেলে বিন্যস্ত করতে হবে:

অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরের অর্জনকে চলতিমান বিবেচনা করে আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ‘চলতি মান’ কলামে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত অর্জনের চেয়ে কম কোনো অর্জন ‘চলতি মানের নিম্নে’র কলামে উল্লেখ করতে হবে। কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ গাণিতিকভাবে নির্ধারিত হবে না। উদাহরণস্বরূপ কোন কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৬০% এর কলামে লক্ষ্যমাত্রা ৬ নিরুপণ করা হলে ৭০% এর কলামে তা ৭ নির্ধারণ না করে ৬.৫ বা ৭.৫ বা ৮ নির্ধারণ করা যেতে পারে। স্কেলে উল্লিখিত শতকরা নম্বর কেবলমাত্র কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, কোন কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ৬০%-এর নিচে হলে প্রাপ্ত মান ০ (শূন্য) ধরা হবে । লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত অর্জন ও অর্জনের প্রবৃদ্ধি, অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ, সংশ্লিষ্ট অফিসের সক্ষমতা এবং বিরাজমান বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে।

কলাম-১৫ ও ১৬: বিবেচ্য অর্থবছরের পরবর্তী দুই অর্থবছরের প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা কলাম ১৫ ও ১৬-এ প্রদর্শন করতে হবে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা লিখতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরসমূহের প্রকৃত অর্জনের স্থাএ সামঞ্জস্য রেখে প্রক্ষেপন নির্ধারণ করতে হবে।

৬ সংযোজনী-১: শব্দসংক্ষেপ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ সংযোজনী-১ এ সন্নিবেশ করতে হবে। শব্দসংক্ষেপ বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজী শব্দসংক্ষেপের জন্য পৃথক সারণী প্রস্তুত করতে হবে।

৭ সংযোজনী-২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

সংযোজনী-২ এর কলাম-২ ও ৩ এর কার্যক্রম ও সূচকসমূহ সেকশন-৩ এর অনুরূপ হবে। কলাম-৪ এ উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগের নাম উল্লেখ করতে হবে। কলাম-৫ এ প্রতিটি সূচকের অর্জনের সপক্ষে কী প্রমাণক প্রদান করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে।

৮ সংযোজনী-৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কতিপয় ক্ষেত্রে কোন কোন সরকারি অফিসের কর্মসম্পাদনের সফলতা সরকারের অন্য এক বা একাধিক অফিসের কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করে। অন্য সরকারি অফিসের নিকট প্রত্যাশিত সহায়তা এবং কতিপয় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের সফলতার ক্ষেত্রে অন্য সরকারি অফিসের ওপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি সংযোজনী-৩ এ উল্লেখ করতে হবে।

৯ সংযোজনী ৪-৮: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

সংযোজনী ০৪ হতে ০৮ পর্যন্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনাসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। দপ্তর/সংস্থা শুধুমাত্র প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএ-তে সংযুক্ত করতে হবে।

পরিশিষ্ট ‘গ’

এপিএ সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্ধারিত ছক

এপিএ বাস্তবায়নকারী সরকারি অফিসের নাম ______________________

(মোট সূচকের সংখ্যাঃ ____, সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত সূচকের সংখ্যাঃ _____)

	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪					সংশোধনের যৌক্তিকতা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
বিদ্যমান										
প্রস্তাবিত										

পরিশিষ্ট ‘ঘ’

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রমাণক নির্দেশিকা

সাধারণ নির্দেশাবলী

১) প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করতে হবে;

২) কোনো সূচকের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক দাখিল করা না হলে সূচকটিতে অর্জন নেই মর্মে বিবেচিত হবে;

৩) সকল প্রমাণকে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে; স্বাক্ষরবিহীন প্রমাণক বিবেচনা করা হবে না;

৪) যে সমস্ত সূচকের প্রমাণকের সংখ্যা/পরিমাণ অনেক বেশি সে সমস্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে একটা সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

৫) দাবীকৃত অর্জনের সঙ্গে প্রমাণক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৭) সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহের (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার) প্রমাণক এপিএ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তৈরি করতে হবে এবং উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণ করতে হবে;

৮) প্রতিটি সূচকের প্রদত্ত প্রমাণকের বিস্তারিত বিবরণী স্ব স্ব অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। উর্ধ্বতন অফিস প্রয়োজনে যেকোনো সূচকের বিস্তারিত প্রমাণক চাইতে পারবে;

৯) বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের সময় একটি সূচকের পুরো বছরের অর্জনের সপক্ষে প্রমাণক একত্রে (ষান্মাসিক বা অন্য ত্রৈমাসিকে দাখিল করা হলেও) দাখিল করতে হবে।

এপিএএমএস সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত

১০) সম্প্রতি এপিএএমএস সফটওয়্যারে প্রমাণকের সবোর্চ্চ আকার ২ মেগাবাইটের স্থলে ৫ মেগাবাইট নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সবোর্চ্চ ৫ মেগাবাইট পর্যন্ত প্রমাণক দাখিল করা যাবে; এর বেশি সাইজের কোন প্রমাণকের ক্ষেত্রে অর্জনের একটি সামারি শিট প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে;

১১) স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন সফটওয়্যারে দাখিলের ক্ষেত্রে সকল প্রমাণক এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। সফটওয়্যার ব্যতীত অন্যকোনো মাধ্যমে প্রমাণক প্রেরণ করা যাবেনা;

১২) একটি সূচকের প্রমাণকে একাধিক ডকুমেন্ট থাকলে তা সমন্বিত করে একটি পিডিএফ আকারে আপলোড করতে হবে;

প্রকল্প সংক্রান্ত

১৩) প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সকল সূচকের প্রমাণক হিসাবে অর্জনের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ‘প্রকল্প-পরিচালকের’ প্রত্যয়ন-পত্র এবং Project Steering Committee (PSC)/Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী প্রদান করতে হবে। কার্যবিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সূচকের চূড়ান্ত অর্জন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং অর্জনের ‘অঙ্গভিত্তিক বিবরণ’ দাখিল করতে হবে;

১৪) যদি যৌক্তিক কারণে কোনো প্রকল্পের PSC/PIC সভা জুন মাসে আয়োজন করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ঐ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে আয়োজিত PSC/PIC সভার কার্যবিবরণী (ঐ সময় পর্যন্ত অর্জনের সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ) এবং অর্থবছর শেষে অর্জনের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প-পরিচালকের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

আওতাধীন অফিসের মাধ্যমে অর্জিতব্য সূচকসমূহ

১৫) যেসকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা আওতাধীন কোনো অফিসের মাধ্যমে অর্জিত হবে সেসকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির বিবরণসহ সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

সভা/অনলাইন সভা/ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন

১৬) একটি সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে ঐ সভার কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে কার্যবিবরণী দাখিল করা সম্ভব না হলে রেকর্ড নোটস অব ডিসকাশন দাখিল করতে হবে;

১৭) একাধিক সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে সভা/অনলাইন সভা আয়োজনের তারিখ, বিষয়বস্তুর বিবরণ, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। সকল সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

১৮) ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশের/নোটিশের কপি এবং কার্যবিবরণী/প্রসিডিং/রেকর্ড অফ নোটস্ দাখিল করতে হবে;

সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

১৯) একটি সভা হয়ে থাকলে ঐ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

২০) বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত (সভার তারিখ, গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা, বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা) তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রস্তুত রাখতে হবে। কার্যবিবরণীতে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/সেমিনার/ Learning Session সংক্রান্ত

২১) একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণকে একাধিক সূচকের প্রমাণক হিসাবে উপস্থাপন করা যাবেনা;

২২) প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে তদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন-এর তারিখ, বিষয়বস্তুর বিবরণ, ব্যয়িত জনঘন্টা, প্রশিক্ষণার্থীর/অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/লার্নিং সেশন সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে;

পরিদর্শন/তদারকি

২৩) পরিদর্শন/তদারকির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দাবী করা হলে এরূপ পরিদর্শন/তদারকির তথ্য সম্বলিত (পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনের স্থান/সাইট/অফিসের নাম, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী) একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সকল পরিদর্শন/তদারকি প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে;

পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

২৪) পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়নের হার সংক্রান্ত সূচক অর্জনের প্রমাণক হিসাবে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত (পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী, প্রদত্ত সুপারিশের সংখ্যা, বাস্তবায়িত সুপারিশের সংখ্যা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে পরিদর্শনকৃত অফিস হতে প্রেরিত প্রতিপালন প্রতিবেদনের কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে;

দিবস পালন/উদযাপন সংক্রান্ত

২৫) দিবস পালন/উদযাপনের প্রমাণক হিসাবে দিবস পালন/উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন ও অংশগ্রহণ

২৬) অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে;

২৭) দেশে/বিদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠান/মেলা/সামিট/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কনফারেন্স/ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে জিও'র কপি, একাধিক জিও হলে অনুষ্ঠানের ধরণ, স্থান, অনুষ্ঠানের তারিখ এবং জিও'র তারিখ ও স্মারক নম্বর উল্লেখপূর্বক সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইভেন্টে অংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট স্থিরচিত্র/ভিডিও/প্রকাশনা/প্রতিবেদন ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে;

গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা সংক্রান্ত

২৮) গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষার শিরোনাম, গবেষক/ প্রতিবেদক/ জরিপকারক/সমীক্ষাকারীর নাম, গবেষণা/জরিপ/সমীক্ষা শুরু এবং সমাপ্তির তারিখ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) উল্লেখপূর্বক একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে;

প্রকাশনা সংক্রান্ত (হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি ইত্যাদি)

২৯) প্রতিটি প্রকাশনা সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণকে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকাশের তারিখ উল্লেখ ব্যতীত প্রকাশনা সংক্রান্ত কোন প্রমাণক গ্রহণ করা হবে না;

৩০) একটি হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রকাশনা হলে প্রকাশনাটির কপি দাখিল করতে হবে। প্রকাশনাটির আকার ৫ মেগাবাইটের বেশি হলে সেক্ষেত্রে প্রকাশনাটির প্রথম এক/দুই পৃষ্ঠার ছবি (প্রকাশকাল উল্লেখসহ) এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত একটি statement দাখিল করতে হবে;

৩১) একাধিক হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতি প্রকাশ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতির তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। উক্ত সামারি শিটে হ্যান্ডবুক/প্রতিবেদন/বিবৃতির শিরোনাম, প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করতে হবে;

৩২) অনলাইন প্রকাশনার ক্ষেত্রে ওয়েবলিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে;

ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত

৩৩) নির্ধারিত তারিখে কোন ডকুমেন্ট (নীতিমালা, নির্দেশিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে ডকুমেন্টটি যে তারিখে ওয়েবসাইটে/ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে সে তারিখের উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অংশের স্ক্রিনশট দাখিল করতে হবে এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক উল্লেখ করতে হবে;

ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদ সংক্রান্ত

৩৪) ওয়েবসাইট/পোর্টাল হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে (সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) কত তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে, পূর্বে কী ছিল, কী কী বিষয় হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবলিংক উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

আবেদনের ভিত্তিতে প্রদত্ত সেবা

৩৫) নির্ধারিত কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ পরামর্শ সেবা/বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ইত্যাদি) প্রমাণক হিসাবে একটি স্বাক্ষরিত সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে প্রদত্ত সেবার নাম, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ, নিষ্পত্তির তারিখ ও কত কার্যদিবসে আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে;

৩৬) তবে বহুসংখ্যক আবেদনের ক্ষেত্রে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে ঐ সেবাটির প্রযোজ্যক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা, বিভাগ/জেলা/উপজেলা, মাসভিত্তিক বিবরণী (নিষ্পত্তির গড় সময় উল্লেখসহ) উল্লেখ থাকতে হবে;

৩৭) শতকরার ভিত্তিতে আবেদন নিষ্পত্তির হার সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে মাসভিত্তিক প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা এবং নিষ্পত্তির হার সামারি শিটে উল্লেখ করতে হবে;

৩৮) যে সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে System Generated Report পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে এরুপ রিপোর্ট প্রমাণক হিসাবে দাখিল করতে হবে;

নিয়োগ সংক্রান্ত

৩৯) নিয়োগ সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে শূন্য পদের নাম, শূন্য পদের সংখ্যা, পূরণকৃত পদের সংখ্যা এবং নিয়োগ আদেশের তারিখ ও স্মারক নম্বর উল্লেখ করে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

বাজেট সংক্রান্ত

৪০) সরকারি ব্যয়/জিডিপি-র শতকরা হার/ বাজেট ঘাটতি ইত্যাদি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসাবে System generated iBAS++ report দাখিল করতে হবে। iBAS++ রিপোর্ট না পাওয়া গেলে বাজেট বরাদ্দ, বাজেট ব্যয়, উদ্বৃত্ত/ঘাটতির তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

ভাতা/সেবা প্রদান

৪১) ভাতা/সেবা প্রদান সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে জেলা/উপজেলাভিত্তিক ভাতা/সেবার নাম, ভাতা/সেবা প্রাপ্তদের সংখ্যা, ভাতা/সেবা প্রদানের তারিখ প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে ভাতা/সেবা গ্রহীতাদের নাম-ঠিকানা স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংরক্ষণ করতে হবে;

ভৌত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (প্রকল্প ব্যতীত)

৪২) ভৌত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (প্রকল্প ব্যতীত) বিষয়ক দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। আংশিক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলে কতটুকু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণসহ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে;

সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত

৪৩) সফটওয়্যার/এ্যাপস তৈরি সংক্রান্ত সূচকের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার/এ্যাপসের নাম, লিঙ্ক, ডেভেলপ করার তারিখ সম্বলিত এবং সফটওয়্যার/এ্যাপসসমূহ কার্যকর রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে;

কার্যক্রম/সেবা চালুকরণ সংক্রান্ত

৪৪) কার্যক্রম/সেবা চালুকরণ (মিড-ডে মিল, ই-পাসপোর্ট, এনরোলমেন্ট ইউনিট ইত্যাদি) সংক্রান্ত সূচকের প্রমাণক হিসাবে সংশ্লিষ্ট অফিস আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। কার্যক্রম/সেবাটি কার্যকর রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা প্রধানের প্রত্যয়নও এতৎসঙ্গে দাখিল করতে হবে;

৪৫) এ ধরনের কার্যক্রম/সেবা একাধিক হলে চালুকৃত কার্যক্রম/সেবার নাম, চালুকরণের স্থান ও তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট নোটিশ/অফিস স্মারক/অফিস আদেশের নম্বর উল্লেখ করে একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে;

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত

৪৬) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভা হলে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পত্রের কপি দাখিল করতে হবে;

৪৭) একাধিক দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি হয়ে থাকলে নিষ্পত্তির তথ্য সম্বলিত একটি সামারি শিট দাখিল করতে হবে। সামারি শিটে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা, উত্থাপিত অডিট আপত্তির সংখ্যা, নিষ্পত্তির সুপারিশকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা, নিষ্পত্তিকরণ পত্রের স্মারক নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে;

অন্যান্য সূচকের ক্ষেত্রে

৪৮) এছাড়া মাঠ পর্যায়ের অফিসের এপিএ-তে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ভূক্ত সূচকের ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পাদনের প্রমাণস্বরুপ যথাযথ প্রমাণক দাখিল করতে হবে। প্রমাণকের বিষয়ে যেকোনো প্রকার অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিসের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে।

ছক -১

সেকশন ২
বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব

ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০২১-২২	২০২২-২৩		২০২৪-২৫	২০২৫-২৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

০৫/০৪/২০২৩

ড. মোঃ দাউদ হোসেন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
গবেষণা উইং ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট
বিএআরআই, গাজীপুর-১৭০১

০৫/৪/২৩

ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ
পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ছক -২

সেকশন ৩ : কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান ৭০	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপন	প্রক্ষেপন
							২০২১-২২	২০২২-২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১]															
[২]															
[৩]															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)															
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									
		৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৪									
		৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									

05/04/2023

ড. মোঃ দাউদ হোসেন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
গবেষণা উইং ও
এপিএ ফোকাল পয়েন্ট
বিএআরআই, গাজীপুর-১৭০১

05/04/23

ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ
পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১